Vol.12, No.3 October-December, 2017

মহাত্মা গান্ধী

জীবনানন্দ দাশ

অনেক রাত্রির শেষে তারপর এই পৃথিবীকে
ভালো বলে মনে হয়;—সময়ের অমেয় আঁধারে
জ্যোতির তারণকণা আসে,
গভীর নারীর চেয়ে অধিক গভীরতরভাবে
পৃথিবীর পতিতকে ভালোবাসে, তাই
সকলেরি হৃদয়ের পরে এসে নগ্ন হাত রাখে;
আমরাও আলো পাই—প্রশান্ত অমল অন্ধকার

মনে হয় আমাদের সময়ের রাত্রিকেও।
একদিন আমাদের মর্মরিত এই পৃথিবীর
নক্ষত্রশিশির রোদ ধূলিকণা মানুষের মন
অধিক সহজ ছিল—শ্বেতাশ্বতর যম নচিকেতা বুদ্ধদেবের।
কেমন সফল এক পর্বতের সানুদেশ থেকে
ঈশা এসে কথা ব'লে চ'লে গেল—মনে হ'ল প্রভাতের জল
কমনীয় শুশ্রূষার মত বেগে এসেছে এ পৃথিবীতে মানুষের প্রাণ
আশা ক'রে আছে ব'লে—চায় ব'লে,—
নিরাময় হতে চায় বলে

পৃথিবীর সেই সব সত্য অনুসন্ধানের দিনে
বিশ্বের কারণশিল্পে অপরূপ আভার মতন
আমাদের পৃথিবীর হে আদিম ঊষাপুরুষেরা,
তোমরা দাঁড়িয়েছিলে, মনে আছে, মহাত্মার ঢের দিন আগে;
কোথাও বিজ্ঞান নেই, বেশি নেই, জ্ঞান আছে তবু;
কোথাও দর্শন নেই, বেশি নেই, তবুও নিবিড় অন্তর্ভেদী
দৃষ্টিশক্তি র'য়ে গেছে; মানুষকে মানুষের কাছে
ভালো স্নিগ্ধ আন্তরিক হিত
মানুষের মত এনে দাঁড় করাবার;

তোমাদের সেরকম প্রেম ছিল, বহ্নি ছিল, সফলতা ছিল।
তোমাদের চারপাশে সাম্রাজ্যরাজ্যে কোটি দীন সাধারণ
পীড়িত রক্তাক্ত হ'য়ে টের পেত কোথাও হৃদয়বত্তা নিজে
নক্ষত্রের অনুপম পরিসরে হেমন্তের রাত্রির আকাশ
ভ'রে ফেলে তার পর আত্মঘাতী মানুষের নিকটে নিজের
দয়ার দানের মত একজন মানবীর মহানুভবকে
পাঠাতেছে,—প্রেম শান্তি আলো
এনে দিতে,—মানুষের ভয়াবহ লৌকিক পৃথিবী
ভেদ ক'রে অন্তঃশীলা করুণার প্রসারিত হাতের মতন।

তারপর ঢের দিন কেটে গেছে;
আজকের পৃথিবীর অবদান আরেক রকম হ'য়ে গেছে;
যেই সব বড় বড় মানবেরা আগেকার পৃথিবীতে ছিল
তাদের অন্তর্ধান সবিশেষ সমুজ্জ্বল ছিল, তবু আজ
আমাদের পৃথিবী এখন ঢের বহিরাশ্রয়ী।
যেসব বৃহৎ আত্মিক কাজ অতীতে হ'য়েছে—
সহিষ্ণুতায় ভেবে সে সবের যা দাম তা দিয়ে
তবু আজ মহাত্মা গান্ধীর মত আলোকিত মন
মুমুক্ষার মাধুরীর চেয়ে এই আশ্রিত আহত পৃথিবীর
কল্যাণের ভাবনায় বেশি রত; কেমন কঠিন
ব্যাপক কাজের দিনে নিজেকে নিয়োগ ক'রে রাখে
আলো অন্ধকারে রক্তে—কেমন শান্ত দৃঢ়তায়।
এই অন্ধ বাত্যাহত পৃথিবীকে কোনো দূর স্নিগ্ধ অলৌকিক
তনুবাত শিখরের অপরূপ ঈশ্বরের কাছে
টেনে নিয়ে নয়—ইহলোক মিথ্যা প্রমাণিত ক'রে পরকাল।

Gandhi Smarak Sangrahalaya
14, Riverside Road, Barrackpore, Kolkata-700120
website : www.gandhimuseum.in • e-mail : gandhimuseum.120@gmail.com
Editor : ***Professor Jahar Sen***
Published and Printed by **Pratik Ghosh**, Director-Secretary, Gandhi Smarak Sangrahalaya, Barrackpore Kolkata-700120 and Printed from Satyajug Employees Co-operative Industrial Society Ltd., Kolkata-72
Subscription : ₹ 20.00

GANDHI NEWS
গান্ধী সংবাদ

Vol.12, No.3 October-December, 2017

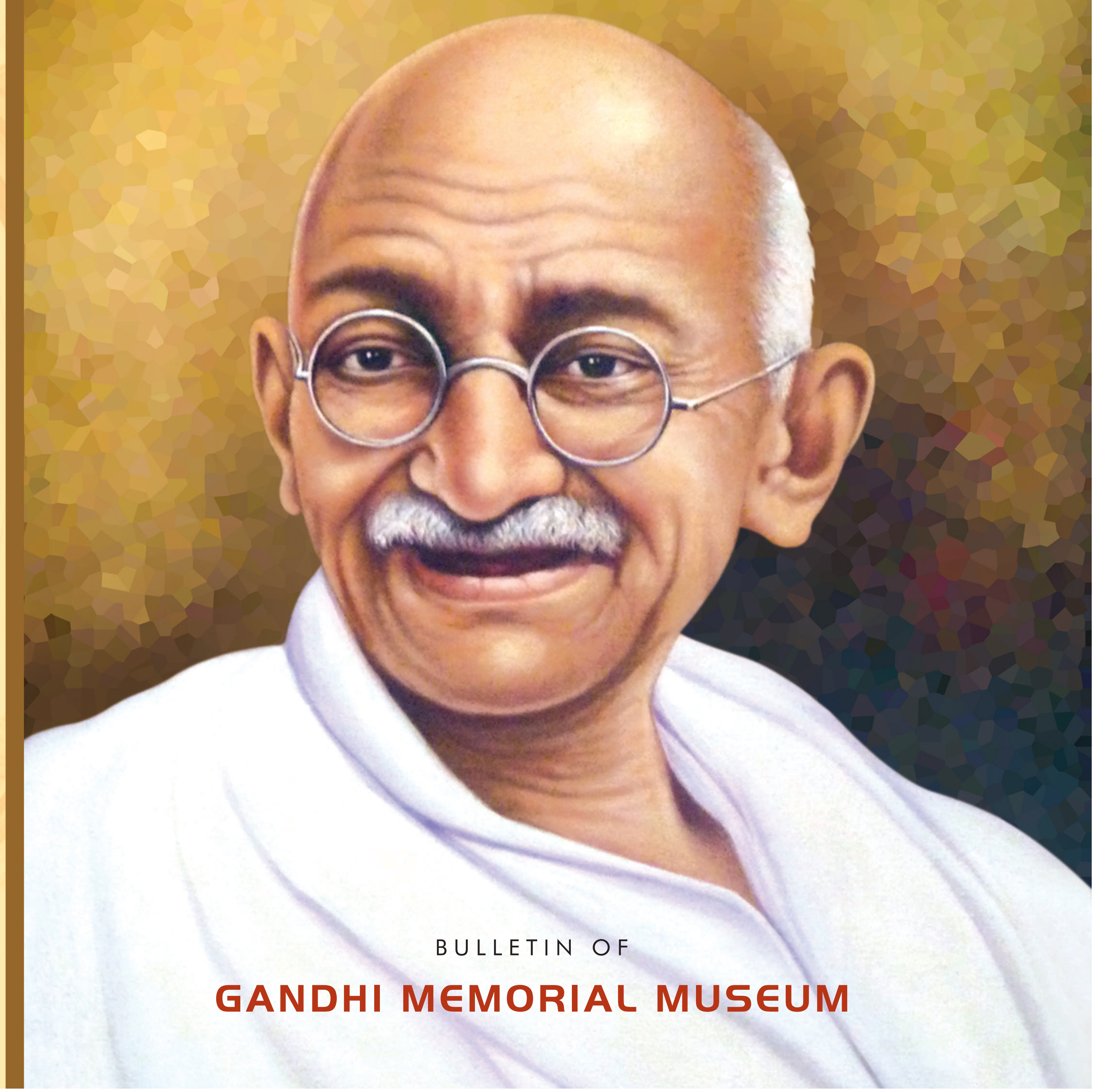

BULLETIN OF
GANDHI MEMORIAL MUSEUM

Gandhi news
গান্ধী সংবাদ

October- December 2017

Editor : Prof. Jahar Sen

সম্পাদক : জহর সেন

Contribution : Rs. 20/-

বিনিময় : ২০ টাকা

GANDHI NEWS
গান্ধী সংবাদ

অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৭

সূচিপত্র

1. **Editorial**	:	Arms and Mahatma Gandhi	5
2. **সৈয়দ আবুল মকসুদ**	:	মহাত্মা গান্ধী স্মারক পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে অভিভাষণ	7
3. **সমর বাগচী**	:	উন্নয়নের বিকল্প ধারণা—রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী	10
4. **Lloyd I. Rudolph** **Susanne Hoeber Rudolph**	:	The Modernity of Tradition	25
5. **Tapan Kumar Chattopadhyay**	:	Subhas Chandra Bose : His Vision of New India	36
6. **Director-Secretary's Report**	:	Director-Secretary's Report on the Programme and Activities at Gandhi Smarak Sangrahalaya, Barrackpore, from September, 2017 to December, 2017	45

EDITORIAL

Arms and Mahatma Gandhi

In 1928 Gandhi wrote,

> "If there was a national Government while I should not take any direct part in any war, I can conceive of occasions when it would be my duty to vote for the military training of those who wish to take it. For I know that all members do not believe in non-violence to the extent I do. It is not possible to make a person or society non-violent by compulsion."

It should be remembered that Gandhi took part in the Boer War though in a non-combatant role. He raised stretcher bearer companies to serve the British Indian Army in the First World War.

Some interesting features of the transformation of the British Indian Army to Indian Army have been highlighted by K. Subrahmanym in his article 'Arms and the Mahatma: No place for Pacifism in Security' published in *Times of India* (May 8, 1997, p. 10). The Army was 2.7 million-strong. It won stupendous victory over Nazism, Fascism and Japanese militarism. India was not yet an independent country. But the victory of the Army led to India becoming a founder-member of the United Nations. K. Subrahmanym writes, "The Indian National Army fighting against the British and the rising resentment in the British Indian forces were significant factors in persuading the British that the time had come to transfer power and leave India."

Subrahmanym refers to the memoirs of Major-General A. A. Rudra as recorded by Major-General D. K. Palit. Both General Rudra and Field-Marshal Cariappa graduated from Indore Cadet College in 1920.

General Rudra was the son of Principal Rudra of St. Stephen's College. C. F. Andrews was the Vice-Principal of this college. Principal Rudra sent Andrews to South Africa to bring Gandhi back to India. Gandhi stayed with the Rudra-family for nine years. General Rudra developed intimate relationship with Gandhi. As the freedom movement in India attained its peak, General Rudra sought Gandhi's advice on whether he should resign from the Army and join the national movement.

Gandhi replied;

> ''We are a poor, uneducated unarmed people—we can never fight the British. But I do not despair. I know my Englishman. He will deal with us honourably. When the time is ripe and if our cause is a righteous one and if our country is ready for it he will give us freedom on a platter. And, then Ajit, when we are free country, we shall have to have an Army."

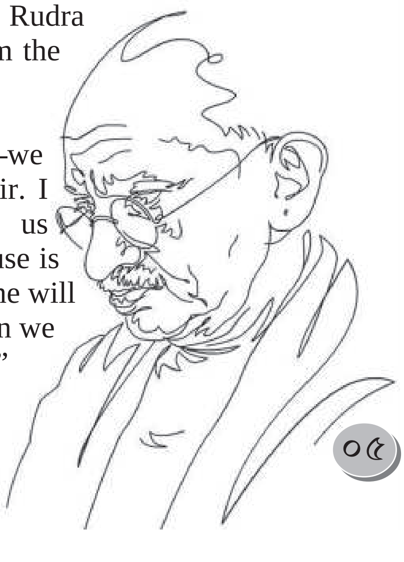

In 1944 Field-Marshal Auchinleck, Commander-in-Chief of India, issued instructions to all senior commanders of the Army to meet Gandhi. Moved by General Rudra's earnest request. General Sir Arthus Smith of the Eastern Command met Gandhi. Gandhi's views on various issues impressed Sir Arther Smith.

General Rudra and Field-Marshal Auchinleck were close friends. During Second World War, Rudra's service was required for countering the mischievous Japanese propaganda. General Rudra convinced Bhulabai Desai that the latter should undertake the devence of the INA officers. In 1947 he became the Military Secretary and was the adviser to both Auchinleck and Baldev Singh, the Defence Minister. The first paper on the threats to security of India and containing recommendations about dealing with them was prepared by the chiefs of staff in independent India. Prime Minister Nehru was then dealing with the defence policy of India. General Sir Robert Lokhart took this paper to Prime Minister Nehru. Nehru shouted, "Rubbish total Rubbish. We don't need a defence plan. Our policy is non-violence. We foresee no military threats. Scrap the Army. The police are good enough to meet our security needs." K. Subhrahmanym writes, "According to Rudra, the Pakistani invasion of Kashmir saved the Indian Army."

In December 1947 Cariappa asked Gandhi,

> "I cannot do my duty to the country well if I concentrate only on telling troops of non-violence all the time subordinating their main task of preparing themselves efficiently to be good soldiers. So, I ask you, please to give me the 'child's guide to knowledge—tell me please how I can put this over the spirit of non-violence to the troops, without endangering their sense of duty to train themselves well professionally as soldiers."

Gandhi replied,

> "You have asked me in a tangible and concrete form how you can put over to the troops the need for non-violence. I am still groping in the for the answer. I will find it and give it to you some day."

In 1947, Gandhi spoke against sending Indian Army to Kashmir. On September 26, 1947, he argued if there was no other way of securing justice from Pakistan, war would be the only alternative left to the Government of India. But war was no joke that way laid destruction. But he would never advise anyone to put up with injustice. If all the Hindus were annihilated for a just cause: he would not mind it. True his own way was different; he worshipped God which was Truth and Non-violence.

But Gandhi reminded us that he was not the Government.

Jahar Sen

মহাত্মা গান্ধী স্মারক পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে অভিভাষণ

সৈয়দ আবুল মকসুদ*

গান্ধী স্মারক সংগ্রহালয় বারাকপুরে আমি অনেক আগে এসেছি আমার গান্ধী বিষয়ক গবেষণার কাজে, যেমন গিয়েছি ভারতের বিভিন্ন গান্ধী প্রতিষ্ঠানে। আমার জানা ছিল না যে এই প্রতিষ্ঠান গান্ধী স্মারক পুরস্কার দিয়ে থাকে। অনেক বছর গান্ধী স্মারক সংগ্রহালয়ের সঙ্গে আমার কোন যোগাযোগ ছিল না। হঠাৎ যখন শ্রী প্রতীক ঘোষ মহোদয় এক চিঠি দিয়ে জানান যে, ২০১৭-১৮তে মহাত্মা গান্ধী স্মারক পুরস্কার আমাকে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে—অনেকটাই অবাক হই। অবাক হই এই জন্য যে, এই প্রতিষ্ঠানের কারোর সঙ্গে আমার পরিচয় নেই, কোনোভাবেও আমার যোগাযোগ নেই। তা সত্ত্বেও আপনারা আমাকে মনোনীত করেছেন গান্ধী বিষয়ে আমার সামান্য কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ।

যে পুরস্কার মহাত্মা গান্ধীর নামাঙ্কিত, তার অর্থমূল্য কতটা তা আমার কাছে কিছুমাত্র বিবেচনার বিষয় নয়। এই পুরস্কার আমার কাছে এক বিরল সম্মান। দশ লক্ষ টাকার পুরস্কারের চেয়ে এই পুরস্কারের মূল্য আমার কাছে অনেক বেশি। আমি আমার সাহিত্যকর্ম ও সামাজিক কাজের জন্য বড় অর্থ অঙ্কের পুরস্কার আগেও পেয়েছি। সেসব পুরস্কারের চেয়ে এই পুরস্কারের গৌরব আমার কাছে বেশি। আমি আপনাদের কাছে গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।

গান্ধীর রাজনীতির সাফল্য-ব্যর্থতা এখন আর আমাদের কাছে বিবেচনার বিষয় নয়। ইতিহাস ও রাজনীতি বিষয়ক লেখক-গবেষকেরা তা বিচার-বিশ্লেষণ করবেন। রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে মানুষের জন্য তিনি যে আদর্শ রেখে গেছেন তার গুরুত্ব সীমাহীন। যে পৃথিবীতে আমরা বাস করছি সেখানে তাঁর নীতি-আদর্শ অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা যতই দিন যাচ্ছে ততই বেশি মাত্রায় দেখা যাচ্ছে। অতীতের মহামানুষদের শ্রদ্ধা জানানোই কর্তব্য, কিন্তু মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী সেই মানুষ, যাঁকে প্রথাগত শ্রদ্ধা জানিয়ে উঁচুতে বসিয়ে রাখলে আমাদের দায়িত্ব পালন শেষ হবে না—মহাত্মা গান্ধীকে আমাদের স্বার্থেই আমাদের প্রয়োজন।

ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে গান্ধীজী আমৃত্যু লড়াই করেছেন। কিন্তু আজ উপমহাদেশে তো বটেই বিশ্বব্যাপী ধর্মীয় উগ্রবাদ অতীতের যে কোন সময়ের চেয়ে বেশি প্রকট। বহুদিন যাবৎ আল্‌কায়দা, তালেবান প্রভৃতি ইসলামি জঙ্গী সংগঠন বিভিন্ন দেশে নারকীয় তাণ্ডব চালিয়ে যাচ্ছে। অগণিত নিরীহ মানুষের প্রাণ গেছে তাদের হাতে। শুধু আফগানিস্তান বা পাকিস্তান নয়, ভারত ও বাংলাদেশেও ঐসব সংগঠন গোপনে বা প্রকাশ্যে ইসলামের নামে বিষ ছড়াচ্ছে। শুধু এই দুটিই নয়, নানা নামে বহু জঙ্গী সংগঠন এখন সক্রিয়। নাইজিরিয়ার বোকো হারাম শুধু সে-দেশের মেয়েদেরই নয়, সব মানুষের জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছে। আল্‌কায়দা, তালেবান, আল্‌শারাব্, বোকো

** প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি, মহাত্মা গান্ধী স্মারক সদন, ঢাকা, বাংলাদেশ।*
২রা অক্টোবর, ২০১৭-তে গান্ধী স্মারক সংগ্রহালয়, বারাকপুর দ্বারা প্রদত্ত বিংশতম মহাত্মা গান্ধী স্মৃতি স্মারক পুরস্কার প্রাপক।

হারাম প্রভৃতি বিশ্বশান্তির পথে এক একটি বিষাক্ত কাঁটা।

কয়েক সপ্তাহ আগে ভারত-চীন দোকলাম সীমান্তে যে উত্তেজনা দেখা দেয় তা দক্ষিণ এশিয়ার শান্তিপ্রিয় মানুষকে আতঙ্কিত করে। পৃথিবীতে আজ এক মূর্তিমান আতঙ্কের নাম আই এস বা ইসলামিক স্টেট। তাদের নির্মূলের নামে আমেরিকা ও তার সহযোগীরা যা করছে তাতে কোটি কোটি মানুষের জীবন বিপন্ন। আত্মরক্ষার্থে মানুষ এক দেশ থেকে আর এক অজানা দেশে পালিয়ে যাচ্ছে। আজ বিশ্বের শরণার্থী অতীতের যেকোন সময়ের চেয়ে বেশি। পশ্চিমের ভ্রান্ত নীতির কারণেই অনেক সমস্যার সৃষ্টি, কিন্তু সেই পশ্চিমী ধনী দেশগুলো শরণার্থীদের আশ্রয় দিতে চাইছে না। পশ্চিমে শরণার্থীবিরোধী জনমত প্রবল। উগ্র খ্রীষ্টান মৌলবাদী শক্তির উত্থান ঘটেছে ইউরোপে। গত কয়েক বছরে লাখ লাখ মানুষ শরণার্থী হতে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছে। যারা বেঁচে আছে তাদের জীবনে দুর্দশার অন্ত নেই। লাখ লাখ শিশু অনাহারে, অপুষ্টিতে ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে শরণার্থী শিবিরে অথবা পথেঘাটে মারা যাচ্ছে। সবই হচ্ছে হিংসার কারণে।

গান্ধীজীর সময় উপমহাদেশের ও পৃথিবীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা যেমনটি ছিল আজ তার আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। তাঁর অনেক নীতি ও কর্মসূচি এখন আর প্রাসঙ্গিক নয়। খাদি প্রচার করে গ্রামীণ দারিদ্রও দূর করা যাবে না, জাতীয় অর্থনীতিরও উন্নতি ঘটানো সম্ভব নয়। ভারি শিল্প-কলকারখানার বিকল্প নেই। জনসংখ্যা বেড়েছে, খাদি দিয়ে মানুষের বস্ত্রের প্রয়োজন মেটানো সম্ভব নয়। সম্ভব তখনও ছিল না, কিন্তু হাতে সুতো কেটে বস্ত্র তৈরি তখন ছিল একটি প্রতিবাদী আদর্শের দৃষ্টান্ত। সুতরাং তার মূল্য ছিল। জাতীয়তাবাদী রাজনীতি বিকশিত করতে তার প্রয়োজন ছোট করে দেখা যাবে না। ভারত ও বাংলাদেশের মতো জনবহুল দেশে গ্রামীণ দারিদ্র দূর করতে কুটিরশিল্পের ওপর গান্ধীবাদী পন্থায় গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

যে ভূখণ্ড ছিল গান্ধীজীর রাজনৈতিক কর্মক্ষেত্র, তিনি প্রচার করেছেন শান্তি ও সম্প্রীতির বাণী, সেই ভারত ও পাকিস্তান আণবিক বোমা বানানোর ক্ষমতা রাখে। তবে দুই দেশই এক্ষেত্রে সংযমের পরিচয় দিচ্ছে। কিন্তু এশিয়ার আর একটি দেশ—উত্তর কোরিয়া—পারমাণবিক বোমা নিয়ে দায়িত্বজ্ঞানহীনতা শুধু নয়, পাগলামি শুরু করেছে। গত কিছুকাল যাবৎ দক্ষিণ কোরিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এমন বাক্য বিনিময় করছে যা পৃথিবীর শান্তিপ্রিয় মানুষদের উদ্বিগ্ন করছে। উত্তর কোরিয়া বারবার ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা করছে ও আন্তর্জাতিক নিন্দা ও প্রতিবাদের মধ্যেও প্রশান্ত মহাসাগরে ছয়বার পারমাণবিক পরীক্ষা করেছে।

মানুষের হিংসা ও নৃশংসতার নানাভাবে প্রকাশ ঘটছে যা অতীতে মানুষ ভাবতেও পারেনি। সন্ত্রাসবাদীদের আগ্নেয় অস্ত্রেরও প্রয়োজন হয় না। জনসমাবেশে অজানা অচেনা নিরপরাধ মানুষের ওপর যানবাহন উঠিয়ে দিয়ে হত্যা করা হচ্ছে শিশু, নারী ও বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকে পর্যন্ত।

হিংসার বহিঃপ্রকাশ ঘটছে সব ধর্মের ও সব সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে। ইউরোপে খ্রীষ্টান মৌলবাদের এক কথা বলছি—নরওয়েতে কয়েক বছর আগে এক বন্দুকধারীর নির্বিচার গুলিতে ষাট-সত্তরজন স্কুলের শিক্ষার্থী নিহত হয়। তাকে প্রথম মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত বলা হলেও পরে দেখা গেল সে খুব সচেতনভাবেই হিংসায় উন্মত্ত হয়ে ঐ নরহত্যা সংঘটিত করেছে। আমেরিকায় দু-চারদিন বাদ দিয়েই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবং পথে ঘাটে প্রাণ হারাচ্ছে মানুষ অর্থহীন হিংসার বশবর্তী হয়ে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে গত কয়েক বছরে বেশ কিছু বীভৎস সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটেছে। বছরখানেক আগে বাংলাদেশের একটি রেস্তোরায় ইসলামি জঙ্গীদের নারকীয় তাণ্ডবে নিহত হন জনা বিশেক মানুষ, যাদের অধিকাংশ জাপানি ও ইতালীয় এবং একজন ভারতীয় তরুণী। আমরা কেউই এখন আর হিংসামুক্ত পৃথিবীতে বাস করছি না।

অধিকাংশ রাষ্ট্র এখন উপনিবেশিক আমলের চেয়ে কম কর্তৃত্বপরায়ণ ও স্বৈরাচারী নয়। দক্ষিণ এশিয়ার সবগুলো রাষ্ট্র এখন মহাত্মা গান্ধীর সময়ের চেয়ে অনেক বেশি দুর্নীতিগ্রস্ত। অনেক রাষ্ট্রে আইনের শাসন আগের চেয়ে ভালো তা বলা যাবে না। সমাজের দুর্বল মানুষটি আগের চেয়ে সুবিচার পাচ্ছে অথবা রাষ্ট্রের আইন আদালত থেকে উপকার পাচ্ছে তা নয়। মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা অতীতের চেয়ে কম তা বলা যাবে না।

নারীর প্রতি গান্ধীজী সংবেদনশীল ছিলেন। নারীর অগ্রগতি হয়েছে, ক্ষমতায়নও হয়েছে, কিন্তু আজ নারী আগের চেয়ে বেশি যৌননির্যাতনের শিকার। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ হলেও সে তার প্রত্যেকটি কর্মক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিপীড়িত হচ্ছে। নারীর অসম্মান গান্ধীজী সইতে পারতেন না। সাংঘাতিক অমানবিকতা ও পৈশাচিকতার মধ্যে মানুষ অহিংস থাকতে পারে বা থাকা উচিত কিনা—এমন প্রশ্নের জবাবে গান্ধীজী বলেছেন, অহিংসা মানে কাপুরুষতা নয়। ভীরু কখনো অহিংস হতে পারে না। তিনি বলেছেন, কাপুরুষতার চেয়ে বরং হিংসা ভালো। যদি অহিংস পন্থায় নারীর ইজ্জত রক্ষা সম্ভব না হয় তাহলে বল প্রয়োগ করে হলেও তার সম্ভ্রম রক্ষা করতে হবে, কাপুরুষের মতো পালানো যাবে না।

দীর্ঘদিন যাবৎ বার্মার সামরিক শাসকেরা বিভিন্ন সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠীর ওপর অবর্ণনীয় নির্যাতন, নিপীড়ন চালিয়ে আসছে। আইনের শাসন ও মানবিকতা বলতে সে-দেশে কিছু নেই। সেখানে বৌদ্ধ মৌলবাদের ভয়াবহ উত্থান ঘটেছে। শত শত বছর ধরে বসবাসকারী মায়ানমারের আরাকান রাজ্যের রোহিঙ্গা হিন্দু ও মুসলমান বাংলাভাষীদের নাগরিকত্ব হরণ করেছে সামরিক সরকার, যা আন্তর্জাতিক আইনের বরখেলাপ। রোহিঙ্গারা বাংলাদেশ, ভারত, মালয়শিয়া প্রভৃতি দেশে বিতাড়িত হয়ে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় নিয়েছে। বাংলাদেশে রোহিঙ্গা শরণার্থীর সংখ্যা আগেই ছিল চার লাখ। গত এক মাসে তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে প্রায় পাঁচ লাখ, যাদের অধিকাংশই শিশু ও নারী। এই রাষ্ট্রীয় হিংসার শেষ কোথায়? বাংলাদেশ যেকোন বিরোধ ও সংঘাত নিষ্পত্তি করতে চায় সংলাপের মাধ্যমে, শান্তিপূর্ণ উপায়ে। সেটাকেই আমরা বলতে পারি গান্ধী প্রদর্শিত পথ।

পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণে বর্তমানে মানবসমাজ হুমকির সম্মুখীন। আজ পরিবেশবাদীরা বিশ্বব্যাপী সোচ্চার এবং নানাভাবে কাজ করছেন। বাংলাদেশে আমিও পরিবেশ নিয়ে কাজ করি। পরিবেশের বিষয়টি গান্ধীজী ভেবেছেন এখন থেকে বহু আগে।

গান্ধী দর্শন অপচয় ও দুনীতিকে সমর্থন করে না। এই অঞ্চলের অনেক দেশেই অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটেছে, সেই তুলনায় অপচয় ও দুর্নীতি বেড়েছে অসহনীয় মাত্রায়। গান্ধী যে সত্যের কথা বলেছেন তার অনুশীলন করলে দুর্নীতি রোধ করা সম্ভব।

মহাত্মা গান্ধী শুধু একজন রাজনৈতিক নেতা নন, তিনি একজন মহান শিক্ষক—জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সবার শিক্ষক। তাহলে সকলকেই কি গান্ধীবাদী হতে হবে? না, তা নয়। তার অহিংসা ও সত্যের আদর্শ অনুসরণের জন্য গান্ধীবাদী হওয়ার আবশ্যকতা নেই। মানুষকে মনুষ্যত্বের চর্চা করতে হবে। আমরা যখন যুদ্ধের বিরুদ্ধে ও শান্তির কথা বলব, তা হবে গান্ধীবাদের চর্চা। আমরা যখন সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সম্প্রীতির কথা বলব তা হবে গান্ধীবাদী দর্শনের অনুশীলন। আমরা যখন অন্যায়, অবিচার ও দুর্বলের প্রতি অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াবো, দুর্নীতিমুক্ত সমাজ চাইব তা হবে গান্ধীর নৈতিক শিক্ষার প্রয়োগ। সুতরাং বর্তমান পৃথিবীতে মহাত্মা গান্ধীর ভূমিকা একজন মহান পথপ্রদর্শকের। আমি তাঁর ১৪৮তম জন্মদিনে তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

বারাকপুর,
২ অক্টোবর, ২০১৭

উন্নয়নের বিকল্প ধারণা—রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী

সমর বাগচী

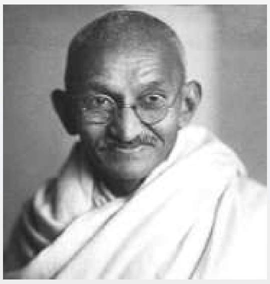

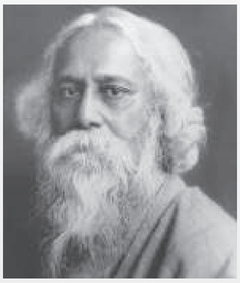

পৃথিবী আজ এক যুগ-সংকটে। আমেরিকার স্ট্যানফোরড, প্রিন্সটন ও বারকলের বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি জানাচ্ছেন যে, পৃথিবীতে ষষ্ঠ গণবিলুপ্তি আসছে এবং যে প্রজাতি প্রথম পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হবে তা হচ্ছে মনুষ্য প্রজাতি। কয়েক বছর আগে প্রয়াত ড. ফ্র্যাঙ্ক ফেনার, অস্ট্রেলিয়ার প্রসিদ্ধ অণুজীব বিজ্ঞানী, মারা যাবার আগে বিবৃতি দেন যে, মনুষ্য প্রজাতি ১০০ বছরের মধ্যে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এর দুটো কারণ তিনি বলেন : জলবায়ু পরিবর্তন এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি। আমি প্রথমটার সঙ্গে একমত। কিন্তু দ্বিতীয়টার সঙ্গে নয়। কেন তা পরে বলব। সম্প্রতি বিখ্যাত বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং বিবৃতি দিয়েছেন যে, "আমরা শেষ পর্যায়ে এসে গেছি যখন বিশ্বতাপ বৃদ্ধি অপরিবর্তনীয়। ট্রাম্পের কাজ পৃথিবীকে ধ্বংসের কিনারায় নিয়ে যাবে যখন পৃথিবীর তাপমাত্রা শুক্রগ্রহের মত ২৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস হবে এবং সালফিউরিক অ্যাসিড বৃষ্টি হবে। আমাদের সামনে জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে সবচেয়ে বড় বিপদ। আমরা যদি এখনই ব্যবস্থা নিই তাহলে তাকে রুখতে পারব।"

কবিরা অনেকদিন আগেই বুঝতে পেরেছিলেন যে এই অবস্থা আসছে। রবীন্দ্রনাথ মারা যাবার বছরে, ১৯৪১ সালে, 'সভ্যতার সংকট' লিখছেন। বলছেন, "জীবনের প্রথম আরম্ভে সমস্ত মন থেকে বিশ্বাস করেছিলুম ইওরোপের অন্তরের সম্পদ এই সভ্যতার দাক্ষে। আর আজ আমার বিদায়ের দিনে সেই বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল।" ১৯৪০ সালে কবি অমিয় চক্রবর্তীকে, তিনি তখন আমেরিকায় পড়াচ্ছেন, চিঠিতে লিখছেন, "ব্রাহ্মণের মস্তিষ্ক, ক্ষত্রিয়র শক্তি এবং শূদ্রের কাজের মধ্যে দিয়ে আজকের ব্যবসায়ী মনোবৃত্তির ইউরোপকে আজ আর ঠেকানো যাচ্ছেনা। কিন্তু, আমি দেখতে পাচ্ছি যে তাদের পা একটা আনত তলে ধ্বংসের মুখে।" পশ্চিমের কবি ডব্লিউ বি ইয়েটস্‌, যিনি লন্ডনে শিল্পী উইলিওম রদেনস্টাইনের রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়েছিলেন এবং ইংরাজি গীতাঞ্জলির মুখবন্ধ লিখেছিলেন— লিখছেন, "Things fall apart / Center cannot hold / Mere anarchy is loosed upon the world / Blood-dimmed tide is loosed / Ceremony of innocence is drowned / The best lack all conviction / And the worst are full of passionate intensity"। আর কবি জীবনানন্দ লিখছেন, "অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ পৃথিবীতে আজ / যারা অন্ধ সবচেয়ে

২রা অক্টোবর, ২০১৭-তে গান্ধী স্মারক সংগ্রহালয়, বারাকপুর-এ প্রদত্ত ঊনবিংসতম গান্ধী স্মারক বক্তৃতা।

বেশি আজ চোখে দেখে তারা / যাদের হৃদয়ে প্রেম নেই—প্রীতি নেই করুণার আলোড়ন নেই / পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া / যাদের গভীর আস্থা আছে মানুষের প্রতি / এখনো যাদের কাছে স্বাভাবিক বলে মনে হয় / মহৎ সত্য বা রীতি / কিম্বা শিল্প কিম্বা সাধনা / শকুন ও শেয়ালের খাদ্য আজ তাদের হৃদয়”।

দার্শনিক ও প্রজ্ঞাবান মানুষরা সাবধান করেছিলেন মানুষকে। নিউটনের চেয়ে ২১ বছরের বড়, ১৬২১-এ জন্ম, ব্লেইজ পাস্কাল, দার্শনিক ও গণিতবিদ, লিখছেন, “প্রকৃতির বিরাট জালে মনুষ্য প্রজাতি কেবল একটি খুবই ছোট যোগসূত্র, কিন্তু মানুষই কেবল একটি প্রজাতি যে তার চিন্তা দিয়ে প্রকৃতিকে বুঝতে পারে; সেই একমাত্র প্রজাতি পৃথিবীর জন্য দায়ী এবং পৃথিবীকে বদলে ভালও করতে পারে কিম্বা খারাপও করতে পারে।” আজ যখন পৃথিবীর দিকে তাকাই তখন দেখি যে প্রকৃতি ও সমাজ ভেঙে পড়ছে। প্রথমে প্রকৃতির কি অবস্থা তার আলোচনা করি।

প্রকৃতির অবক্ষয়

প্রকৃতির যে সমস্ত সংকট আজ পৃথিবীকে ধ্বংসের কিনারায় এনে ফেলেছে সেগুলি হল : বিশ্বতাপবৃদ্ধি জনিত জলবায়ুর পরিবর্তন; হিমবাহ ও সুমেরুর বরফের গলে যাওয়া; কুমেরুর বরফের স্তূপের ভেঙে পড়া; তাপলবণীয় সংবহনের (thermohaline circulation) স্তিমিত হওয়া; অরণ্যের অপসারণ; জীববৈচিত্র্যের ক্ষয়; মাটির ক্ষয়; মরুভূমিকরণ; জল সংকট; সামুদ্রিক দূষণ; বায়ু ও জল দূষণ; বর্জ্যের পাহাড়।

উপরের বিভিন্ন সমস্যার ওপর আলোচনার জন্য আলাদা আলাদা প্রবন্ধ প্রয়োজন। আমি শুধু দুয়েকটি বিষয়ে আলোচনা করব।

বিশ্বতাপ বৃদ্ধি ও জলবায়ুর পরিবর্তন

NASA-র গডারড ইন্সটিটিউট অফ স্পেস স্টাডিসের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ছিলেন জেমস হ্যানসেন। তিনি একজন পৃথিবীবিখ্যাত জলবায়ু বিজ্ঞানী। তিনি কিছুদিন আগে জানিয়েছেন যে আমাদের আছে "at most ten years, not ten years to decide upon action but ten years to prevent such disastrous outcomes becoming inevitable." হ্যানসেন তাঁর 'The threat to the planet' নামে প্রবন্ধে আরো জানিয়েছেন যে, বিশ্বতাপ বৃদ্ধির ফলে সারা পৃথিবী জুড়ে প্রাণী ও উদ্ভিদ প্রজাতি দেশান্তরী হচ্ছে। আলপাইন প্রজাতিরা এই গ্রহ থেকেই বিতাড়িত হচ্ছে। আগেই ষষ্ঠ গণবিলুপ্তির কথা বলা হয়েছে।

সুমেরুর ও গ্রিনল্যান্ডের বরফ গলে যাচ্ছে। ওই বরফের নিচে জমা আছে মিথেন যা CO_2-এর চেয়ে ২০ গুণ বেশি গ্রিন হাউস গ্যাস। ঐ মিথেন বেরিয়ে এলে বিশ্বতাপ বৃদ্ধি বিরাট বেড়ে যাবে। এছাড়া, বরফ সূর্যরশ্মিকে প্রতিফলিত করে। তাকে Albedo বলে। Albedo বন্ধ হয়ে গেলে বিশ্বতাপ বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হবে। গত ৫ লক্ষ বছরের মধ্যে যে আন্তরহিমযুগ এসেছে সে সময়ে সবচেয়ে বেশি তাপমাত্রা যা উঠেছে তার থেকে আজকে পৃথিবীর তাপমাত্রায় পার্থক্য মাত্র ১ ডিগ্রী সেলসিয়াস। আন্তর হিমযুগে সমুদ্রতল ১৬ ফুট উঁচু হয়েছিল। যেভাবে পৃথিবী চলছে সেভাবেই যদি পৃথিবী চলে তাহলে এই শতাব্দীতে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা ৮ ডিগ্রি হওয়ার সম্ভাবনা। এর ফলে সমুদ্রতল ৮০ ফুট উঁচু হয়ে যাবে। এই ধরনের তাপমাত্রার বৃদ্ধি ঘটেছিল আজ থেকে প্রায় ৩০ লক্ষ বছর আগে। ২০০৯ সালের ৬ই মে *টাইমস অফ ইন্ডিয়া* পত্রিকায় আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান পত্রিকা ‘নেচার’-এর একটি খবর জানায় যে বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রলয়ঙ্কারি বিপদকে

রুখতে গেলে ২০৫০ সালের মধ্যে পৃথিবীতে CO_2 ছাড়ার পরিমাণ ১৯০ গিগা টনে (1 গিগাটন = ১০০ কোটি টন) সীমিত রাখতে হবে। তার বেশি হলে তাপমাত্রা বৃদ্ধি ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছাড়িয়ে যাবে। তাহলে বিপর্যয় ঘটবে। বিজ্ঞানীরা হিসেব করেছেন যে, যদি বৃহৎ শিল্পোন্নত দেশগুলো তাদের CO_2 ছাড়ার পরিমাণ ৮০% কমিয়ে দেয় তাহলেও বাতাসে CO_2-এর পরিমাণ ২১৬ থেকে ৩২৫ গিগাটনে দাঁড়াবে। আজও দেখছি পৃথিবীতে শক্তি উৎপাদন বছরে ২% করে বেড়ে যাচ্ছে। আর এই বৃদ্ধির বেশিরভাগটাই আসছে জীবাশ্ম জ্বালানি পুড়িয়ে। প্রতি বছর CO_2 ছাড়বার পরিমাণ বছরে ৩% করে বাড়ছে। আমরা যদি এইভাবে CO_2 ছাড়ি, তাহলে ২০২০ সালের মধ্যে ১৯০ গিগাটনে আমরা পৌঁছে যাব।

আরেকটি যে বিপদের আশঙ্কা বিজ্ঞানীরা করছেন তা হল তাপলবণীয় সংবহনের স্তীমিত হয়ে যাওয়া। আতলান্তিক মহাসাগরে গলফ্ স্ট্রিম নিরক্ষীয় অঞ্চলের গরম জল উত্তরে বয়ে নিয়ে যায়। যখন সেই স্রোত গ্রিনল্যান্ড ও আইসল্যান্ডের মধ্যে পৌঁছয় তখন যাওয়ার পথে সমুদ্রের জল বাষ্পায়িত হয় এবং জলের ঘনত্ব বেড়ে যায়। জল ঠাণ্ডা হয়ে সেকেন্ডে লক্ষ লক্ষ গ্যালন জল সমুদ্রের তলদেশে যায় এবং একটি কনভেয়ার বেল্টের মত ঠাণ্ডা জল নিরক্ষীয় অঞ্চলে বয়ে নিয়ে যায়। এইভাবে পৃথিবীর তাপমাত্রায় ভারসাম্য রক্ষিত হয়। এই সংবহন ১৯৮০-এর দশকে একটু শ্লথগতি হয়ে যায়। এই ঘটনা ঘটেছিল আজ থেকে প্রায় ১০৮০০ বছর আগে যখন পৃথিবীতে হিমযুগ নেমে এসেছিল। এছাড়া, সমুদ্রের উপরিতলে একটি খুব পাতলা চাদরের মত ক্ষুদ্র অনুজীবের (phytoplankton) একটি স্তর আছে যাকে নিউটসন (neuston) বলে। পৃথিবীর ৭০% অক্সিজেন তৈরি হয় সমুদ্রে। এই অনুজীব আবার অন্যান্য সামুদ্রিক প্রাণীর খাদ্য। বিশ্বতাপ বৃদ্ধির ফলে এই অনুজীব ক্ষতিগ্রস্ত হলে তার প্রভাব হবে সুদূরপ্রসারী।

বিশ্বতাপ ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সামুদ্রিক ঝড়-ঝঞ্ঝা, দাবদাহ এবং বন্যার সৃষ্টি হবে। ইউরোপে ২০০৩ সালের দাবদাহে ৩৫০০০ মানুষের মৃত্যু হয়। সম্প্রতি আমেরিকায় হারিকেন হারভি এবং ইরমা তাণ্ডব চালিয়ে গেছে। সারা পৃথিবী জুড়েই আমরা জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব দেখতে পাচ্ছি। পৃথিবীর সমস্ত হিমবাহ গলে যাচ্ছে। হিমবাহ গলে গেলে নদীগুলো শুকিয়ে যাবে। সমুদ্রের জলতল উঁচু হয়ে নিচু দ্বীপ জলের তলায় চলে যাচ্ছে। এইভাবে বিশ্বতাপ বৃদ্ধি হতে থাকলে সমুদ্র তটবর্তী বহু শহর ও গ্রাম জলের তলায় তলিয়ে যাবে। ক্রান্তীয় অঞ্চলে রোগের প্রকোপ বেড়ে যাবে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসেব অনুসারে ২০০০ সালের মধ্যেই ১৫০০০০জন মানুষ জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে মারা গেছে।

সমাজের অবক্ষয়

শিল্প বিপ্লব সম্পন্ন হওয়ার আগে উপনিবেশ স্থাপনের পর পৃথিবী 'Core' এবং 'periphery'-তে বিভক্ত হয়ে যায়। তৃতীয় বিশ্বকে শোষণ করে প্রথম বিশ্ব তাদের দেশকে সাজাল। চার্লস ডারউইন লিখছেন, "Wherever the Europeans have trod death seems to follow"। আমাদের 'periphery' কই? তাই আমরা আক্রমণ করছি সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম, নয়ামগিরি বা জগৎবল্লভপুর। স্বাধীনতার পর ৭০ বছরে ৬ কোটিরও বেশি মানুষ বাস্তুহারা হয়েছে উন্নয়নের ধাক্কায়। তৃতীয় বিশ্বের সমাজের দিকে চোখ ফেরাই। কি ছিল ভারতবর্ষ শিল্পবিপ্লবের ও উপনিবেশে পরিণত হওয়ার আগে? লর্ড ক্লাইভ ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বলছেন, "The paradise of the earth"। ফরাসি পরিব্রাজক Francis Bernier ১৬৬৫ সালের শেষে

ভারত ভ্রমণ করেন। তিনি লিখছেন, "The three or four sorts of vegetables which together with rice and butter from the chief food of the common peple, are purchased for the merest trifle." ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশরা যখন ভারত ছাড়ল তখন ভারতকে ছিবড়ে করে দিয়ে গেল। ১৭৬০ সালে পৃথিবীতে যে শিল্প উৎপাদন হত তার ৭৩% হত ভারত ও চিনে। এমনকি ১৮২০ সালেও যখন শিল্প বিপ্লব প্রায় সম্পন্ন হচ্ছে তখনো ঐ দুই দেশের শিল্পোৎপাদন ছিল ৬০%। ১৭৬০ সালে ভারতের জাতীয় আয় ছিল সারা পৃথিবীর ২১%। ১৯৪৭ সালে তা হল মাত্র ২%। ১৯২০ সালে সবচেয়ে ধনী দেশ ও সবচেয়ে গরিব দেশের অর্থনৈতিক উৎপাদনের অনুপাত ছিল ৩০ : ১। ২০০০ সালে তা হল ১০০ : ১। আজ ভারতের ১% মানুষের সম্পদ ৫৮% মানুষের সম্পদের সমান। সারা বিশ্ব জুড়েই ধনী-দরিদ্রের আয়ের পার্থক্য বেড়ে যাচ্ছে। প্রসিদ্ধ অর্থনীতিবিদ টমাস পিকেটি তাঁর বিখ্যাত 'Capital in the 21st Century' গ্রন্থে ধনী-দরিদ্রের ফারাক কিরকম বেড়ে যাচ্ছে তার বর্ণনা দিয়েছেন। Jean Jacque Rousseau (১৭৭৫) লিখছেন, "A handful of men be glutted with superfluities while the starving myltitudes lack necessities."

কিন্তু, উন্নত দেশের অবস্থা কী? তারা কি খুব সুখে আছে? পৃথিবীর সবচেয়ে উন্নত দেশ নাকি আমেরিকা? সেই দেশের কথা একটু বলি। ১৯৩০ সালে শান্তিনিকেতনের বার্ষিক উৎসবে রবীন্দ্রনাথ বলছেন, “একটি কথা তোমাদের বলা দরকার—অনেকেই তোমরা হয়ত অনুভব করতে পারবে না কথাটি কতখানি সত্য। পশ্চিমের দেশ-বিদেশ হতে এত দুঃখ আজ প্রকাশ হয়ে পড়েছে ভিতর থেকে এরকম চিত্র যে আমি দেখব, মনে করিনি। তারা সুখে নেই। সেখানে বিপুল পরিমাণে আসবাবপত্র নানারকমের আয়োজন উপকরণের সৃষ্টি হয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু গভীর অশান্তির ভাব তার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে...। পশ্চিম দেশ যে সম্পদ সৃষ্টি করেছে সে অতি বিপুল প্রচণ্ড গতিসম্পন্ন যন্ত্রের যোগে। ধনের বাহন হয়েছে যন্ত্র, আবার সেই যন্ত্রের বাহন হয়েছে মানুষ। হাজার হাজার বহু শত সহস্র। তারপর যান্ত্রিক সম্পদ প্রতিষ্ঠার বেদিরূপে তারা বড় বড় শহর তৈরি করেছে। সে শহরের পেট ক্রমেই বেড়ে চলেছে, তার পরিধি অত্যন্ত বড় হয়ে উঠলো।... শহরে মানুষ কখনো ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধযুক্ত হতে পারে না। দূরে যাবার দরকার নেই—কলকাতা শহর যেখানে আমরা থাকি, জানি, প্রতিবেশীর সঙ্গে সেখানে প্রতিবেশীর সুখে দুখে আপদে বিপদে কোন সম্বন্ধ নেই।”

১৯৩৩ সালে লন্ডন থেকে রাণী মহালনবীশকে চিঠিতে লিখছেন রবীন্দ্রনাথ, “এমন সময়ে আমেরিকায় এসে চোখে পড়ল মানুষ কতই অনাবশ্যক ব্যর্থতায় সমাজকে ঝাঁঝরা করে তুলেছে, আবর্জনাকে ঐশ্বর্যের সাড়ম্বরে সাজিয়েছে, তার পেছনে দিবারাত্রি নিযুক্ত হয়ে আছে—পৃথিবীর বুকের উপর কি অভ্রভেদী বোঝা চাপিয়েছে।”

রবীন্দ্রনাথ মানুষে মানুষে বিচ্ছেদের (alienation) কথা বলছেন। আজকের ডিজিট্যাল পৃথিবীতে এই বিচ্ছেদ বিরাটভাবে সমাজকে গ্রাস করছে। টি. এস. এলিয়ট তাঁর এক কবিতায় বলছেন, "The desert is not only in the southern tropics / The desert is around the corner / The desert is squeezed in the tube train / The desert is in the heart of your neighbour."

পৃথিবীর সমস্ত রকম মিউজিয়ামের একটি প্রতিষ্ঠান আছে যার নাম International Council of Museums (ICOM)। প্রতি ৩ বছর অন্তর তার এক বিশ্ব সম্মেলন হয়। ১৯৮৯ সালে ঐ সম্মেলন

হয়েছিল হল্যান্ডের রাজধানী দেন হাগ শহরে। প্রায় ৩০০০ প্রতিনিধি। সম্মেলনে আমি উপস্থিত ছিলাম। ঐ সম্মেলনে আমেরিকার একজন চিন্তাবিদ নীল পোস্টম্যান মুখ্য বক্তব্য রাখেন। তাঁর বক্তৃতার কিছুটা তুলে দিচ্ছি। "what can EPCOT (EPCOT হচ্ছে আমেরিকার ফ্লোরিডায় ভবিষ্যতের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এক বিরাট প্রদর্শনী) teach Americans or inspire us to think. We have already organized our society to accommodate every possible technological innovation. We have deliriously, willingly, mindlessly, ignored all consequences of our actions. And have, because technology requires it, turned our backs on religion, family, children, history and education. As a result of what we have done, American civilization is collapsing. Everyone knows this to be true but seems powerless in the face of it. Here is a partial account of our technological dream"; By 1995, 85% of our children will live in one parent homes. In our large cities, fewer than 50% of the students graduate from high school. This from the culture that invented the idea of education for the masses.... one-forth of our population—sixty million people—is illiterate. Every year forty million people change residences and several million have no residences at all, living in streets and subways. From 1950 to the present the incidence of violent crime has increased by 11000 percent. And two out of every ten Americans will spend some part of their lives in a mental institution."। আমেরিকান সমাজের এক ভয়ঙ্কর চিত্র আঁকেন পোস্টম্যান।

একদিকে সমাজের এই চেহারা, অন্যদিকে পৃথিবীর উচ্চবিত্ত মানুষকে ভোগবাদী জীবন গ্রাস করেছে। ২০০১ সালে UNDP এক রিপোর্টে কয়েকটি মাত্র ধনী দেশের কিছু অকিঞ্চিৎকর সব পদার্থের জন্য বছরে কত খরচ হয় তার একটা হিসেব দেয় :

ইউরোপে মদ	: $ ১০৫ বিলিয়ন
ইউরোপে সিগারেট	: $ ৫০ বিলিয়ন
পোষা কুকুরের জন্য খাদ্য ইউরোপ ও আমেরিকায়	: $ ১৭ বিলিয়ন
জাপানে ব্যবসার জন্য আমোদ-প্রমোদ	: $ ৩৫ বিলিয়ন
ইউরোপে আইসক্রিম	: $ ৪ বিলিয়ন
আমেরিকায় কসমেটিক	: $ ৪ বিলিয়ন
ইউরোপ ও আমেরিকায় সুগন্ধি (cosmetics)	: $ ১২ বিলিয়ন
সারা পৃথিবীতে মাদকদ্রব্য	: $ ৪০০ বিলিয়ন
সারা পৃথিবীতে মিলিটারি খরচ	: $ ৭৮০ বিলিয়ন

মোট $ ১৪১১ বিলিয়ন অর্থাৎ, ৭০৫৫০০০ কোটি টাকা।

অথচ, ঐ অর্থের সামান্য অংশ যদি মানুষের কাজে লাগানো যায় তাহলে আমরা পৃথিবীর সবাইকে প্রাথমিক শিক্ষা, জল ও স্যানিটেশন, সমস্ত নারীর মাতৃমঙ্গল ব্যবস্থা, সমস্ত মানুষের জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্য এবং স্যানিটেশনের বন্দোবস্ত করতে পারতাম। তা যদি হয় তাহলে পৃথিবীতে রকফেলার, দুপো, আম্বানি, আদানি আসবে কি করে? গত ২০ বছরে ভারতে ১০ থেকে ১২ কোটি লোক কর্মপোযুক্ত হয়েছে। কাজ পেয়েছে মাত্র ৩০ লক্ষ মানুষ। কিন্তু, ভারতের বিলিওনীয়ারদের সম্পদ বেড়েছে ১১২ গুন। উপরে যে হিসেব দেওয়া হল তা মাত্র কয়েকটি দেশের অবশ্য প্রয়োজনীয় নয় এমন সব

ভোগ্যপণ্যের খরচ। যদি পৃথিবীর সমস্ত দেশের ধনী ও মধ্যবিত্ত (ভারতের ২৫ কোটিরও বেশি) মানুষ যেসব অকিঞ্চিৎকর জিনিস ব্যবহার করে, যা জীবন ধারণের জন্য অপরিহার্য নয়, তার হিসেব নেওয়া হয় তাহলে ঐ খরচ আকাশচুম্বী হবে। ঐসব জিনিস তৈরি করতে প্রয়োজন হয় শক্তি, খনি ব্যবস্থা, রাস্তা, কাঠ, জল, যানবাহন ব্যবস্থা, কলকারখানা, আরও কত কী। এরই ফলে শেষ হয়ে যাচ্ছে অরণ্য, জমি, জল, জীববৈচিত্র্য, খনিজ পদার্থ, বায়ু এবং জমা হচ্ছে পর্বতপ্রমাণ বর্জ্য পদার্থ, যার মধ্যে একটা বড় অংশ ভয়ঙ্কর ক্ষতিকর। যেমন, পারমাণবিক বর্জ্য। আজ যদি তৃতীয় বিশ্বের, যেখানে বাস করে ৪৮০ কোটিরও বেশি মানুষ, পশ্চিমের এবং আমাদের দেশের ধনী ও উচ্চ মধ্যবিত্তের মত ভোগবাদী জীবন যাপন করে তাহলে কয়েক দশকের মধ্যেই পৃথিবী নিঃস্ব হয়ে যাবে যেমন বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজী। রবীন্দ্রনাথ ১৯০৪ সালে লিখছেন, 'বিলাসের ফাঁস'। ১৯২৪ সালে চিন দেশে এক বক্তৃতায় বলছেন, "We have for over a century been dragged by the prosperous West behind its chariot choked by the dust, deafened by the noise, humbled by our helplessness and overwhelmed by the speed. We agreed to acknowledge that this chariot drive was progress and that progress is civilization. If we ever ventured to ask "progress for what and progress for whom" it was considered to be peculiarly & ridiculously oriental to entertain such doubts about the absoluteness of the progress. Of late, a voice has come who is bidding us to take count of not only the scientific perfection of the chariot but also of the depth of ditches lying across its path."

গান্ধীজী ১৯২৮ সালে সাবধানবাণী দিচ্ছেন, "God forbid India should ever take to industrilization in the manner of the West. A tiny island kingdom is today keeping the whole world in chain. If an entire nation of 300 million took to similar kind of economic exploitation then the whole world will be bare like locust." কী ঐ উপমা 'chariot', 'ditches' এবং 'bare like locust'?

বাস্তুতান্ত্রিক পায়ের ছাপ (Ecological Footprint বা EFP)

বাস্তুতন্ত্রে এক নতুন ধারণা এসেছে যাকে বলা হয় বাস্তুতান্ত্রিক পায়ের ছাপ। মানুষের সবরকম প্রয়োজনের জন্য কতোখানি জমি ও জলের জায়গার প্রয়োজন? বিজ্ঞানীরা হিসেব করেছেন যে যদি পৃথিবীকে তার ধারণ ক্ষমতার (carrying capacity) মধ্যে রাখতে হয় তাহলে পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে গড়ে ১.৯ হেক্টার (হে) জমি ব্যবহার করতে হবে। তার বেশি নয়। অর্থাৎ, প্রায় ৪.৫ হে। এই হিসেব একজন ব্যক্তিকে, প্রতিষ্ঠান বা সরকারকে সাহায্য করে তার পরিকল্পনা ঠিক করতে যাতে পরিকল্পিত উন্নয়ন বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য নষ্ট না করে। কিন্তু, উন্নত দেশের EFP কত? আমেরিকার মাথাপিছু ১০ হে, অস্ট্রেলিয়ার ৮ হে, ইউরোপের ৫ হে। কিন্তু জনবহুল তৃতীয় বিশ্বের ১.৪ বা ১.৫ হে। আজ যদি ভারত ও চিনের প্রায় ২৫০ কোটি মানুষ আমেরিকার মত EFP লাগায় তাহলে কয়েক দশকের মধ্যেই পৃথিবী মরুভূমি হয়ে যাবে যেমন বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজী। তৃতীয় বিশ্ব যেখানে পৃথিবীর বেশিরভাগ মানুষ বাস করে তারা প্রকৃতির খুব কম সম্পদই ব্যবহার করে। তাই, আগে বলেছিলাম জনসংখ্যা বৃদ্ধি পৃথিবীর বর্তমান সংকটের প্রধান কারণ নয়।

পরিবেশের ধ্বংসের খরচ

১৯৯২ সালে বিশ্ব ব্যাংকের দুই বিজ্ঞানী ভারতবর্ষের পরিবেশের ধ্বংসের খরচ বার করেন। তাঁরা দেখান যে তা বছরে ৩৪০০০ কোটি টাকা যা হচ্ছে সেই ভারতের জি ডি পি-র ৪.৫%। এই রিপোর্ট যখন বেরোয় তখন দিল্লির Center for Science & Environment (CSE) যারা *Down to Earth* ম্যাগাজিন প্রকাশ করে, ঐ রিপোর্টের ওপর কাজ করে দেখে যে ঐ রিপোর্টে অনেক কিছু ধ্বংসের খরচ ধরা হয়নি। সেগুলি হিসেব করে CSE জানায় যে, ভারতের পরিবেশের ধ্বংসের খরচ হচ্ছে ৫০ থেকে ৭০ হাজার কোটি টাকা, যা সে সময়ের জি ডি পি-এর ৭ থেকে ৯%। অর্থাৎ আমরা যদি জি ডি পি-তে ৪ থেকে ৫% উঠি তাহলে পরিবেশের ধ্বংসের খরচে ৭ থেকে ৯% নেমে যাব। অর্থাৎ, ভারতের অবউন্নয়ন হচ্ছে। প্রকৃতি ও সমাজে এর প্রতিক্রিয়া আজ আমরা সেরকম বুঝতে পারব না। পারবে ভবিষ্যৎ বংশধর। তাদের বাঁচার অধিকার কেড়ে নিচ্ছে বর্তমানের মুষ্টিমেয় ধনী ও উচ্চ মধ্যবিত্ত তাদের আগ্রাসী ভোগবাদী জীবন যাপনের জন্য।

ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত

পৃথিবীর এই দশা কেন হল তা বুঝতে গেলে একটু সমাজের ইতিহাস আলোচনা করতে হবে। ইতিহাসে তিনটি ঘটনা পৃথিবীকে একেবারে পাল্টে দিল। তারা হল : বৈজ্ঞানিক বিপ্লব, ভৌগোলিক আবিষ্কার এবং ইউরোপে নবজাগরণ। বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের জন্মদাতা বলতে গেলে চারজনের নাম করতে হয়। তাঁরা হলেন : ফ্রান্সিস বেকন, গ্যালিলিও গ্যলিলাই, রনে দেকারত এবং আইজাক নিউটন। বেকন ও দেকারত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির জন্মদাতা। দু'জনেই প্রকৃতির প্রভু হওয়ার কথা বলছেন। দেকারত তাঁর 'Discourse on Method' গ্রন্থে বলছেন, "We can have useful knowledge by shich, cognizant of the force and action of fire, water, air, the stars, the heavens and all other bodies that surround us—knowing them as distinctly as we know the various crafts of the aritisan–we may be able to apply them in the same fashion to every use to which they are suited, and thus make ourselves masters and possessors of nature." এই যে প্রকৃতির প্রভু হওয়ার ভাবনা তা আমরা দেখতে পাই Judeo-Christian বিশ্বদৃষ্টিতে। বাইবেলের বুক অফ জেনেসিস বলছে, "God said unto them, be fruitful and multiply, and replenish the earth and subdue it and have command over the fish of the sea and over the foul of the air, and over everything that move the earth." দেকারত বলছেন যে কোন কিছুকে জানতে হলে তাকে ছোটো ছোটো অংশে ভেঙে নিতে হবে। এই খণ্ডদৃষ্টিকে ইংরেজিতে বলা হয় reductionist epistemology। বিজ্ঞান করতে হলে এভাবেই করতে হয়। কিন্তু, এই পদ্ধতি এক খণ্ড দৃশ্যটির জন্ম দিচ্ছে। এই পদ্ধতিতে অনেক সময় আমরা সমগ্রকে ভুলে যাই। এই কারণেই আজ প্রকৃতি ও সমাজ ভেঙে পড়ছে। দার্শনিক Friedrich Engels তাঁর Anti Duhring গ্রন্থে এই ভেঙে ভেঙে দেখার বিরুদ্ধে সাবধানবাণী দিচ্ছেন, "The analysis of nature into its constituent parts were the fundamental condition for the gigantic strides made in our knowledge of nature during the last 400 years. But the method of investigation has left us a legacy of the habit of observing natural

objects and natural processes in their isolation detached from vast interconnection of things." মানুষ এঙ্গেলস বা পাস্কালের সাবধানবাণীতে কান দেয়নি। আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীও মানুষকে সাবধান করেছিলেন।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে শুরু হল পশ্চিমী দেশগুলোর নতুন নতুন দেশ আবিস্কারে যাত্রা। কলম্বাস এই যাত্রার উদ্দেশ্য খুব সুন্দর করে ব্যক্ত করছেন, "Gold is the most precious of the objects in the world, as also the means of rescuing their souls from purgatory and restoring them to the enjoyment of paradise." তারা যেখানে যেখানে গেল সেখানে তাদের ঈশ্বরকে নিয়ে গেল আর ফিরে এল সোনা নিয়ে। ১৯৩৩ সালে রবীন্দ্রনাথ ইউরোপীও অত্যাচার সম্বন্ধে 'কালান্তর' প্রবন্ধে লিখছেন, "ইউরোপীয় সভ্যজাতি নবাবিস্কৃত আমেরিকায় স্বর্ণপিণ্ডের লোভে ছলে বলে বিধ্বস্ত করে দিয়েছে 'মায়া' জাতির অপূর্ব সভ্যতাকে। মধ্যযুগে অসভ্য তাতার শাসিত দেশে নরমুণ্ডের স্তূপ উঁচু করে তুলেছিল। তার বেদনা অনতিকাল পরে লুপ্ত হয়েছে। সভ্য ইউরোপ (আমার মন্তব্য : রবীন্দ্রনাথ আজ বেঁচে থাকলে সভ্য বলতেন কিনা সন্দেহ আছে) চিনের মত এত বড় দেশকে জোর করে যে বিষ গিলিয়েছে তাতে চিরকালের মত তার মজ্জা জর্জরিত হয়ে গেল। একদিন তরুণ পারসিকের দল দীর্ঘকালের অসারতার জাল থেকে পারস্যকে উদ্ধার করার জন্য যখন প্রাণপণ করে দাঁড়িয়েছিল, তখন সভ্য ইউরোপ কীরকম করে দুই হাতে তার টুঁটি টিপে ধরেছিল, সেই অমার্জনীয় শোকাবহ ব্যাপার জানা যায় পারস্যের তদানীন্তন পরাহত আমেরিকার রাজস্ব সচিব সুস্টারের 'Standing of Persia' বইখানি পড়লে। ওদিকে আফ্রিকার কঙ্গো প্রদেশে ইউরোপীয় শাসন কীরকম অকথ্য বিভীষিকায় পরিণত হয়েছিল তা সকলেরই জানা। আজও আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রে নিগ্রোজাতি সামাজিক অসম্মানে লাঞ্ছিত এবং সেই জাতীয় কোনো হতভাগ্যকে যখন জীবিত অবস্থায় দাহ করা হয়, তখন শ্বেতচর্মী নরনারীরা সেই পাশব দৃশ্য উপভোগ করিবার জন্য ভিড় করে আসে।" আজটেক, ইনকা এবং মায়া সভ্যতা ধংস করল। ১৪৯৩ থেকে ১৪৯৮ সালের মধ্যে কলম্বাস ও তার সাথীরা তিন লক্ষ স্থানীয় মানুষকে হত্যা করল। ১৪৯২ থেকে ১৫৩৮ সালের মধ্যে হাইতি ও ডোমিনিকান রিপাবলিকের অধিবাসীদের সংখ্যা স্প্যানীয়রা আড়াই লক্ষ থেকে ৫০০তে নামিয়ে আনল। ড্যানিয়েল ডেঁফো স্প্যানিয়ারডদের সম্বন্ধে লিখছেন, "They destroyed millions of their people, ... A mere butchery and an unnatural piece of cruelty unjustifiable either to God or man; as for which the very name of a Spaniard is reckoned to be frightful and terrible to all peple of humanity or to Christian compassion."

পৃথিবী 'Core' ও 'Periphery'-তে ভাগ হয়ে গেল। Periphery-কে লুঠ ও হত্যা করে Core দেশ তাদের দেশকে সাজাল। রবীন্দ্রনাথ বলছেন, "পোহালে শর্বরী বনিকের মানদণ্ড দেখা দিল রাজদণ্ড রূপে"। সেই লুঠ আজও বিশ্বায়নের মধ্যে দিয়ে চলেছে। তৃতীয় বিশ্বে নানারকমের সাহায্য আসে প্রথম বিশ্ব থেকে। যার মধ্যে প্রথম বিশ্ব থেকে তৃতীয় বিশ্বের কর্মপোযুক্ত মানুষের ডলারও আছে। সেই অর্থের পরিমাণ মোট ১.৩ ট্রিলিয়ন ডলার। আর, তৃতীয় বিশ্ব থেকে বছরে বেরিয়ে যাচ্ছে ৩.৩ ট্রিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ, প্রতি বছর ২ কোটি ডলার। ভারত থেকে প্রতি বছর উন্নত দেশে চলে যাচ্ছে ৩০০০০ কোটির মত টাকা প্রসাধন দ্রব্য, খাবার-দাবার, চা, কোকাকোলা-পেপসিকোলার মত পানীয় দ্রব্যের ওপর পেটেন্টের মাধ্যমে।

শিল্প বিপ্লব সম্পন্ন প্রায় ১৭৬০ থেকে ১৮৩০ সালের মধ্যে। মনে রাখতে হবে পলাশীর যুদ্ধ ১৭৫৭। ইংলিশ শিল্প-ঐতিহাসিক ডব্লিউ কানিংহাম লিখছেন, "The introduction of expensive implements and processes involved a large outlay. It is not worthwhile for any man however energetic to make the attempts unless he has considerable command over capital and had access to large market."

ভোগ্যপণ্য উৎপন্ন করতে হলে পুঁজি ও বাজার চাই। উপনিবেশ স্থাপনের পর এই দুটোই সম্ভব হল। গান্ধীজী সাবধানবাণী দিচ্ছেন, "industrialism will be a curse for mankind. Exploitation of one nation by another cannot go on all the time. Industrialism depends entirely on your capacity to exploit foreign markets being open to and absence of competition. .... India, when it begins to exploit other nations as it must, if it becomes industrialized, will be a curse to mankind." আজ ভারতীয় শিল্পপতিরা আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়ায় জমি কিনছে সেখানকার প্রাকৃতিক সম্পদ লুঠ করার জন্য।

উন্নত দেশ periphery-কে শোষণ করে তাদের দেশ সাজাল। আমাদের সেই periphery কই? তাই আমরা আক্রমণ করছি সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম, নিয়ামগিরি, জগতসিংপুরের আদিবাসী, তপশীলী জাতি-উপজাতি, কৃষক ও গরিব মানুষদের। তাদের উচ্ছেদ করছি তাদের বাসভূমি থেকে। গুজরাটে সর্দার সরোবর বাঁধ প্রকল্পে সম্প্রতি প্রায় আড়াই লক্ষ মানুষ বাস্তুহারা হবে। স্বাধীনতার ৭০ বছরে ৬ কোটিরও বেশি মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে উন্নয়নের যূপকাষ্ঠে।

আঠেরো শতাব্দীর মধ্যে উপনিবেশ স্থাপনের মধ্য দিয়ে পুঁজি ও বাজার ইউরোপীয় বুর্জোয়াদের হাতে এসে গেল এবং ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লব সম্পন্ন হল। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রসার ঘটতে শুরু করল। উৎপাদন বাড়তে শুরু করল প্রকৃতির শোষণ করে। ১৯১৭ সালে সোভিয়েত বিপ্লব সম্পন্ন হল। পুঁজিবাদ ও সমাজবাদ দু'রকমের বিশ্ব ব্যবস্থার সৃষ্টি হল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর প্রযুক্তির নতুন নতুন উদ্ভাবন হতে লাগলো—পারমাণবিক শক্তি, রকেট, মহাকাশযান, নূতন নূতন যুদ্ধাস্ত্র ইত্যাদি। ধীরে ধীরে আগ্রাসী ভোগবাদ ধনী ও মধ্যবিত্ত সমাজকে গ্রাস করতে শুরু করল। সেই বাড়াটা কিরকম তার একটা হিসেব দিচ্ছি। শিল্পবিপ্লবের মধ্যভাগে, ১৮০০ সাল যখন একজন আমেরিকান বাজারে যেত সে ৩০০ রকমের জিনিস কেনাকাটির সুযোগ পেত প্রায় ১৫০০ বঃফুঃ বাজারে। আর, ২০০০ সালে যখন একজন আমেরিকান, এক লক্ষ লোক বাস করে এমন এক শহরে, বাজারে যায় সে ৩০০-এর জায়গায় ১০০০০০০ রকমের জিনিস কেনাকাটির সুযোগ পায় এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ বঃফুঃ বাজারে। সারা পৃথিবী জুড়েই ভোগবাদ বাড়ছে। মার্ক টোয়েন লিখছেন, "Civilization is a limitless multiplication of unnecessary necessities." রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, "না রে না হবে না তোর স্বর্গ সাধন যতই করিস সুখের সাধন"।

রাশিয়ায় সমাজবাদী বিপ্লবের পর এক নতুন স্বপ্ন পৃথিবীর মানুষের কাছে এসেছিল। কিন্তু, ৭০ বছর পর তা ধ্বসে পড়লো। মাও সে তুঙের চিনও পুঁজিবাদের পথ নিল। আমি সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চিনে গেছি। আমি দেখেছি কি বিরাট পরিবর্তন ঘটেছে সেই দুই দেশে। কিন্তু, কার্ল মার্ক্স পুঁজিবাদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের ফলে যে সমাজবাদী সমাজের জন্মের কথা বলছেন তাতেও ক্রমাগত উৎপাদন ক্ষমতার বৃদ্ধির কথা বলছেন। 'কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্টো'তে মার্ক্স বলছেন, "The proletariat will use its political supremacy to wrest,

by degrees, all capital from thy bourgeoisie, to centralize all instruments of production in the hands of the state i.e., of the proletariat organized as the ruling class, and to increase the total of productive forces as rapidly as possible"। এঙ্গেলস 'Principles of Communism'-এ বলছেন, "It is obvious that hitherto the productive forces had not yet been so far developed that enough could be produced for all or to make private property a fetter, a barrier, to these productive force. Now, however, when the development of large scale industry has, firstly, created capital and productive forces on a scale hitherto unheard of and means are available to increase these productive forces in a short time to an infinite extent." আমেরিকার বিখ্যাত মার্ক্সবাদী পত্রিকা 'মান্থলি রিভিউ'-এর প্রয়াত সম্পাদক Harry Magdoff তাঁর এক চিঠিতে লিখছেন, "I met with the members of the Russian purchasing mission and was astonished, among other things, by their worship of the big and focus on catching up and overtaking the United States." সোভিয়েত বিপ্লবের পর লেনিন ও স্তালিন মার্ক্স নির্দেশিত পথেই এগোলেন। তাঁরা ভুলে গেলেন যে তাঁদের 'periphery' নেই যেমন ছিল পশ্চিমী পুঁজিবাদী দেশগুলোর। যাদের শোষণ করেই তাদের বাড়বাড়ন্ত। আর ভারতেও ঐ একই ভুল করলো ভারতে যারা ক্ষমতায় এলো স্বাধীনতার পর।

তাহলে কী করতে হবে?

রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজী দু'জনেই গ্রাম সমাজ পুনর্গঠনের কথা বলছেন। রবীন্দ্রনাথ ১৯০৪ সালে 'স্বদেশী সমাজ' এবং গান্ধীজী ১৯০৭ সালে গুজরাটিতে 'হিন্দ্ স্বরাজ' লিখছেন। রবীন্দ্রনাথ 'স্বদেশী সমাজ'-এ লিখছেন, "মানুষের চিন্তাস্রোত নদীর চেয়ে সামান্য জিনিস নহে। সেই চিত্তপ্রবাহ চিরকাল বাংলার ছায়াশীতল গ্রামগুলিকে অনাময় ও আনন্দিত করিয়া রাখিয়াছিল—এখন বাঙালীর চিত্তধারা বিক্ষিপ্ত হইয়া গেছে। তাই তাহার দেবালয় জীর্ণপ্রায়-সংস্কার করিয়া দেবার কেউ নেই, তাহার জলাশয়গুলি দূষিত-পঙ্কোদ্ধার করিবার কেহ নাই, সমৃদ্ধ ঘরের অট্টালিকাগুলি পরিত্যক্ত সেখানে উৎসবের আনন্দধ্বনি ওঠেনা। কাজেই এখন জলদানের কর্তা সরকার বাহাদুর, স্বাস্থ্যদানের কর্তা সরকার বাহাদুর, শিক্ষাদানের ব্যবস্থার জন্যও সরকার বাহাদুরের ঘরে গলবস্ত্র হইয়া ঘুরিতে হয়।" গ্রাম সমাজের শক্তির কথা বলেছেন রবীন্দ্রনাথ ১৯০১ সালে 'আত্মশক্তি' প্রবন্ধমালার 'ভারতবর্ষীয় সমাজ' প্রবন্ধে, "একথা আমাদিগকে বুঝিতে হইবে, আমাদের দেশে সমাজ সকলের বড়ো। অন্য দেশে নেশন নানা বিপ্লবের মধ্যে আত্মরক্ষা করিয়া জয়ী হইয়াছে—আমাদের দেশে তদাপেক্ষা দীর্ঘকাল সমাজ সকল প্রকার সংকটের মধ্যে নিজেকে রক্ষা করিয়াছে। আমরা যে হাজার বছরের বিপ্লবে উৎপীড়নে, পরাধীনতার অধঃপতনের শেষ সীমায় তলাইয়া যাই নাই, এখনো যে আমাদের নিম্নশ্রেণীর মধ্যে সাধুতা এবং ভদ্রমণ্ডলীর মধ্যে মনুস্বত্তের উপকরণ রহিয়াছে। আমাদের আহারে সংযম এবং ব্যবহারে শীলতা প্রকাশ পাইতেছে, এখনো যে আমরা পদে পদে ত্যাগ স্বীকার করিতেছি, বহু দুঃখের ধনকে সকলের সঙ্গে ভাগ করিয়া ভোগ করা শ্রেয় বলিয়া জানিতেছি, সাহেবের বেতন সাত টাকা বেতনে তিন টাকা পেটে খাইয়া চার টাকা বাড়ি পাঠাইতেছি সে কেবল আমাদের প্রাচীন সমাজের জোরে। এ সমাজ আমাদের বড়ো করিয়া জানায় নাই—সকল কথাতেই, সকল কাজেই সকল সম্পর্কেই, কেবল কল্যাণ, কেবল পুণ্য এবং ধর্মের মন্ত্র কানে দিয়েছে। সেই সমাজকেই আমাদের সর্ব উচ্চ আশ্রয় বলিয়া তাহার প্রতিই আমাদের বিশেষ দৃষ্টিক্ষেপ করা দরকার।"

রবীন্দ্রনাথ দেখছেন সমাজ ক্রমেই বিলাসের ফাঁস গলায় পরছে। উচ্চবিত্ত মানুষ চূড়ান্ত ভোগবাদে নিমজ্জিত হচ্ছে। ১৯০৫ সালে সমাজ প্রবন্ধাবলীর 'বিলাসের ফাঁস' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, "এখনকার দিনে ব্যক্তিগত ভোগের আদর্শ বাড়িয়া উঠিয়াছে। এইজন্য বাহবার স্রোত সেই মুখেই ফিরিয়াছে। এখন তাহার পরিচ্ছদ, বাড়ি, গাড়ি, জুড়ি, আসবাবপত্র দ্বারা লোকে আপন মাহাত্ম ঘোষণা করিতেছে। ধনীতে ধনীতে এখন এই লইয়া প্রতিযোগিতা। ইহাতে যে কেবল তাহাদেরই চাল বাড়িয়া যাইতেছে তাহা নহে, যাহারা অশক্ত তাহাদেরও বাড়িতেছে (রবীন্দ্রনাথ এখানে যেন মনের ওপর আধিপত্য (hegemony) স্থাপনের কথা বলছেন)। আমাদের দেশে ইহাতে যে কতদূর পর্যন্ত দুঃখ সৃষ্টি করিতেছে তাহা আলোচনা করিলেই বুঝা যাইবে। কারণ, আমাদের সমাজের গঠন এখনও বদলায় নাই। সমাজ বহু সম্বন্ধ বিশিষ্ট দূঢ়, নিকট, স্বজন, পরিজন, অনুচর, পরিচর, কাহাকেও এ সমাজ অস্বীকার করে না। অতএব এ সমাজের ক্রিয়াকর্ম বৃহৎ হইতে গেলেই সবল হওয়া আবশ্যক।" ঐ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এক সহজ, সরল জীবনচারণের কথা বলছেন ভোগবাদকে পরিত্যাগ করে : "আমাদের মধ্যে বিলাসিতা বাড়িয়াছে বলিয়া অনেকে কল্পনা করেন যে ইহা আমাদের ধনবৃদ্ধির লক্ষণ। কিন্তু একথা বিচার করিয়া দেখিতে হইবে যে, পূর্বে যে অর্থ সাধারণের কার্যে ব্যয়িত হইত, এখন তা

ব্যক্তিগত ভোগে ব্যয়িত হইতেছে। ইহাতে ফল হইতেছে দেশের ভোগবিলাসের স্থানগুলি সমৃদ্ধশালী হইয়া উঠিতেছে। শহরগুলি ফাঁপিয়া উঠিতেছে। কিন্তু পল্লীগুলির দারিদ্রের অবধি নাই। সমস্ত শরীরকে প্রতারণা করিয়া কেবল মুখেই যদি রক্ত সঞ্চার হয়, তবে তাহাকে স্বাস্থ্য বলা যায় না। কেবল ভোগস্থানকে স্ফীত করিয়া তুলিলে, বাহির হইতে মনে হয় যেন দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতে চলিল। সেইজন্য এই ছদ্মবেশী সর্বনাশই আমাদের পক্ষে অতিশয় ভয়াবহ। মঙ্গল করিবার শক্তিই ধন, বিলাস ধন নহে।”

রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিভিন্ন লেখায়, বক্তৃতায় আত্মশক্তি উদ্বোধন, স্বনির্ভরতা ও স্বাবলম্বনের কথা বলছেন। ‘স্বদেশী সমাজ’ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলছেন, “আমাদের সমাজ এখন আর এরূপভাবে চলিবে না। কারণ বাহির হইতে যে উদ্যত শক্তি প্রত্যহ সমাজকে আত্মসাৎ করিতেছে, তাহা ঐক্যবদ্ধ, তাহা দৃঢ়—তাহা আমাদের বিদ্যালয় হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতিদিনের দোকানবাজার পর্যন্ত সর্বত্রই নিজের একাধিপত্য স্থূলসূক্ষ্ম সর্ব আকারেই প্রত্যক্ষগম্য করিয়াছে (আমার মন্তব্য : রবীন্দ্রনাথ যেন আজকের শিক্ষা, খুচরো ব্যবসা ইত্যাদিতে কর্পোরেট বহুজাতিক সংস্থার অনুপ্রবেশের কথা বলছেন)। .... জেলার মেলাগুলিকে যদি নবভাবে জাগ্রত, নবপ্রাণে সজীব করিয়া তুলিতে পারেন, ইহার মধ্যে দেশের শিক্ষিতগণ তাঁহাদের হৃদয় সঞ্চার করিয়া দেন, এই সকল মেলায় যদি তাঁহারা হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন করেন—কোন প্রকার নিস্ফল পলিটিক্সের সংস্রব রাখিয়া বিদ্যালয়, পথঘাট, জলাশয়, সেচের জমি প্রভৃতি সম্বন্ধে জেলার যে সমস্ত অভাব আছে, তাহার প্রতিকারের পরামর্শ করেন, তবে অতি অল্পকালের মধ্যে স্বদেশকে যথার্থই সচেষ্ট করিয়া তুলিতে পারিব।”

রবীন্দ্রনাথ পরিকল্পনা দিচ্ছেন তা কি করে করতে হবে। ১৯২২ সালে ‘সমবায়-২’ প্রবন্ধে, যা ‘সমবায় নীতি’ প্রবন্ধমালায় সংযোজিত, বলছেন, “দেশের সমস্ত গ্রামকে নিজের সর্বপ্রকার প্রয়োজনসাধনক্ষম করে গড়ে তুলতে হবে। এজন্য কতকগুলো পল্লী নিয়ে এক একটি মণ্ডলী স্থাপন করা দরকার, সেই প্রধানগণ যদি গ্রামের সমস্ত কর্মের অভাবমোচনের ব্যবস্থা করে মণ্ডলীকে নিজের মধ্যে পর্যাপ্ত করে তুলতে পারে তবেই স্বায়ত্তশাসনের চর্চা সর্বত্র সত্য হয়ে উঠবে। নিজ পাঠশালা, শিল্প শিক্ষালয়, ধর্মশালা, সমবেত পণ্যভাণ্ডার ও ব্যাঙ্ক স্থাপনের জন্য পল্লীবাসীদের সাহায্য ও উৎসাহ দান করতে হবে। এমনি করে পল্লীগুলি আত্মনির্ভরশীল ও বুহ্যবদ্ধ হয়ে উঠলেই আমরা রক্ষা পাব। কিভাবে বিশিষ্ট পল্লীসমাজ গড়ে তুলতে হবে, এই হচ্ছে আমাদের প্রধান সমস্যা।”

‘স্বদেশী সমাজ’ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ দেশের পুনরুজ্জীবনের জন্য এক বিকল্প সংস্কৃতির শেকড় সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার কথা বলছেন : “আমাদের দেশে চিরকাল আনন্দ-উৎসবের সূত্রে লোককে সাহিত্যরস ও ধর্মশিক্ষা দান করা হইয়াছে। সম্প্রতি নানা কারণবশতই অধিকাংশ জমিদার শহরে আকৃষ্ট হইয়াছেন... ইহাতে বাংলার গ্রামসকল দিনে দিনে নিরানন্দ হইয়া পড়িতেছে এবং যে সাহিত্যে দেশের আবালবৃদ্ধবনিতার মনকে সরস ও শোভন করিয়া রাখিয়াছিল তাহা প্রত্যহই সাধারণ লোকের আয়ত্তাতীত হইয়া উঠিতেছে। আমাদের এই কল্পিত মেলা-সম্প্রদায় যদি সাহিত্যের ধারা, আনন্দের স্রোত বাংলার পল্লীদ্বারে আর একবার প্রবাহিত করিতে পারেন, তবে এই শস্যশ্যামলা বাংলার অন্তঃকরণ দিনে দিনে শুষ্ক মরুভূমি হইয়া যাইবে না।”

গান্ধীজী *‘হরিজন’* পত্রিকায় ১৯৪৬ সালের ২৩শে জুন লিখছেন, "The blood of the villages is the cement with which the edifice of the cities are built." ১৯৪৫ সালের ৫ই অক্টোবর গান্ধীজী জওহরলাল নেহরুজীকে যে

চিঠি লেখেন তার থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিচ্ছি : "The first thing that I want to write about is the difference of outlook between us. If the difference is fundamental then I Feel the public would also be made aware of it. …I have said that I still stand the system of Government envisaged in ‘Hind Swaraj’. …… I am convinced that if India has to attain true freedom and through India the whole world also, then sooner or later the fact must be recognized that the people will have to live in villages, not in towns, in huts, not in palaces. Crores of people will never be able to live at peace with each other in towns and palaces. They will then have no recourse but to resort to both violence and untruth (my comment: how true was Gandhiji! Look at the world today how much of violence & untruth have gripped India and the world) …. While I admire modern science (my comment: He did not say that before)… which should be reclothed and refashioned aright. You must not imagine that I am envisaging our village as it is today. The village of my dreams is still in my mind. After all every man lives in the world of his dreams. My ideal village will contain intelligent human beings. They will not live in dirt and darkness as animals. Men and women will be free and able to hold their own against anyone in the world.” নেহরুজীর ৯ই অক্টোবরের উত্তর থেকে একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি : "I have a feeling that most of these questions are thought of and discussed in terms of long ago, ignoring the vast changes that have taken place all over the world during the last generation or more. It is 38 years since Hind Swaraj was written. The world has completely changed since then, possibly in a wrong direction… . You are right in saying that the world, or a large part of it, appears to be bent on committing suicide… That may be an inevitable development of an evil seed planted in civilization.” নেহরুজী তাঁর আত্মজীবনীতে লিখছেন, "We cannot stop the river of change or cut ourselves adrift from it, and psychologically, we who have eaten the apple of Eden cannot forget the taste and go back to primitiveness." ঐ ইডেনের উদ্যানের বিষ পান করে ৭০ বছর পর আমরা দেখছি ভারতে বাস করে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি ক্ষুধার্ত মানুষ, প্রতি ৩ সেকেন্ডে একটি শিশু মারা যায় অপুষ্টিতে, প্রতি বছরের ১২০০০ চাষি আত্মহত্যা করে, প্রতি বছরে ১ থেকে ২ কোটি যুবক-যুবতী কাজ চায় এবং ৩০ কোটি মানুষের ঘরে এখনও বিদ্যুৎ পৌঁছায়নি। কি বলছেন নেহরুজী মারা যাবার এক বছর আগে ১৯৬৩ সালে? ২২শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৩, দিল্লিতে Social Welfare in a Developing Economy-এর ওপর এক সেমিনারে নেহরুজী বলছেন, “My mind was trying to grapple with the problem of what to do with more than 550,000 villages of India and the people who live there…. If we were to think purely in terms of output, all the big and important factories are not so important as agriculture…. What

Gandhiji did was fundamentally right. He was all the time looking at the villages of India, at the most backward people in India in every sense, and he devised something. It was not merely the spinning wheel; that was only a symbol. He laid stress on village industries, which again to the modern mind does not seem very much worthwhile."

Then in Dec. 11, 1963, replying to a debate on planning in parliament Neheruji says, "I begin to think more and more of Mahatma Gandhi's approach. It is odd that I am mentioning his name in this connection. I am entirely an admire of modern machine, and I want the best machinery and the best technique, but, taking things as they are in India, however rapidly we advance towards the machine…. The fact remains that large numbers of our people are not touched by it and will not be a considerable time." আমি জানিনা নেহরুজি আরও কিছুদিন বাঁচলে পশ্চিমী উন্নয়নের কোন বিকল্পের কথা ভাবতেন কিনা।

গুজরাটে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছে। ১৯৪৮ সালের ১৩ই জানুয়ারি থেকে আমরণ অনশনের সিদ্ধান্ত নিলেন গান্ধীজী। ১৪ই জানুয়ারি অনশনের দ্বিতীয় দিনে তাঁর স্বপ্নের ভারতবর্ষের কথা বলছেন, "যেখানে একে অপরের ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধালু হবে, যেখানে নারীর ইজ্জত রক্ষিত হবে, যেখানে অস্পৃশ্যতা থাকবে না, থাকবে না কোন মাদকদ্রব্যে আশক্তি। যেখানে নিঃস্ব বা ভিক্ষাজীবী বলে কেউ থাকবে না, থাকবে না উচ্চ-নীচের ভেদ, একদিকে ধনীর অসীম বৈভব, অন্যদিকে অর্ধাশনে দিবস যাবনকারী শ্রমজীবী মানুষের বৈষম্য। যেখানে সবাই স্বেচ্ছায় সানন্দে কায়িকশ্রমের দ্বারা জীবিকা উপার্জন করতে গর্ববোধ করবে। বৌদ্ধিক শ্রম ও কায়িক শ্রমের কোন পার্থক্য থাকবে না। আমি সেই সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য আমরণ অনশন চালিয়ে যেতে চাই।" আজকের ভারতের সামাজিক অবস্থার সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে হতাশায় মন আচ্ছন্ন হয়ে যায়। এইরকম এক মানুষকে ৩০শে জানুয়ারি এক হিন্দু মৌলবাদীর গুলিতে মরতে হল।

তাঁর স্বপ্নের গ্রাম কিরকম হবে তার পরিকল্পনা তিনি দিচ্ছেন *হরিজন* পত্রিকায় ১৯৩৭ সালের ৯ই জানুয়ারি, "It will have cottages with sufficient light and ventilation, built of materials available within a radius of vive miles of it. The cottages will have courtyards enabling households to plant vegetables for domestic use and to house their cattles. The village lanes and streets will be free of all avoidable dust. It will have wells according to its needs and accessible to all. It will have houses of worship for all, also a common meeting place, a village common for grazing the cattle, a cooperative dairy, primary and secondary schools in which industrial training (i.e. vocational) education will be the central fact, and it will have panchayets for setting disputes. It will produce its own grains, vegetables and fruits, and its own khadi. This is roughly my idea of a model village."

উন্নয়ন আমরা কাকে বলব সে সম্বন্ধে আমাদের নতুন করে ভাবতে হবে। চিনের বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথ প্রশ্ন তুলেছেন কাকে 'সভ্যতা' বলব। পৃথিবীর ইতিহাসে কোন্ কোন্ সভাত্যকে আমরা দাম দিই?

আমরা গ্রিক সভ্যতা, বেদ থেকে উপনিষদ পর্যন্ত দর্শনে যেসব নতুন প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে, গুপ্ত সাম্রাজ্যে শিল্প-বিজ্ঞান এবং সাহিত্যের বিকাশ, অষ্টম-নবম শতাব্দীতে বাগদাদে ইসলামিক সভ্যতার দান, ইউরোপের নবজাগরণকে স্মরণ করি তাদের দানের জন্য। তাদের তো কোকা-কোলা, পেপসি, মোবাইল, ইন্টারনেট, পরমাণু শক্তি, মহাকাশযান, ন্যানো প্রযুক্তি ইত্যাদির নব নব অবদান ছিল না। তাতে কি তাদের সংস্কৃতির বিকাশে কোন বাধার সৃষ্টি হয়েছিল? আমরা কোথায় অন্য জীবপ্রজাতি থেকে আলাদা? মানুষ যেখানে অন্য সমস্ত প্রজাতি থেকে আলাদা তা হল তার সৃষ্টিশীলতার ক্ষমতায়। যেখানে সে শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান ইত্যাদি সৃষ্টি করতে পারে। সেই সভ্যতাকেই আমরা দাম দেব যা মানুষের সৃষ্টিশীলতা বৃদ্ধি করে। আগ্রাসি ভোগবাদ সভ্যতার মাপকাঠি নয়।

নূতন সমাজের রূপ কি হবে?

(১) কোন উন্নয়নকেই উন্নয়ন বলা যাবে না যদি না দেশের প্রতিটি মানুষ সেই উন্নয়নের ফল সবাই সমানভাবে ভোগ করতে পারে। তাই ভবিষ্যৎ নূতন সমাজের প্রাথমিক শর্ত হল সাম্য ও বিচারপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠা।

(২) সাম্য শুধু এই প্রজন্মের জন্য নয়। আন্তরপ্রজন্মের মধ্যে সাম্যের ভাবনা মনে রাখতে হবে।

(৩) ভোগবাদকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করে এক সহজ সরল জীবনের অন্বেষণ, যেখানে উন্নয়নের প্রাথমিক শর্ত হবে সাম্য ও মানুষের সৃষ্টিশীলতার বিকাশ।

(৪) প্রত্যেকের খাদ্য, স্বাস্থ্য, বাসস্থান এবং জীবনাপোযোগী শিক্ষার অধিকার সুনির্দিষ্ট করা।

(৫) ভবিষ্যৎ বংশধরদের বাঁচার অধিকার সুনিশ্চিত করা।

(৬) প্রত্যেকের জন্য পরিশ্রুত জল ও দূষণমুক্ত বায়ুর বন্দোবস্ত করা।

(৭) সমাজে লিঙ্গ সাম্য বজায় রাখা।

(৮) অর্থনীতি ও রাজনীতি বিকেন্দ্রীকরণ করা।

(৯) প্রকৃতির প্রভু হওয়া নয়। তার সঙ্গে একাত্মতার সম্বন্ধ স্থাপন করা।

কিভাবে আসবে এই সমাজ

এই যে নতুন সমাজের কথা বলা হল তা তো এমনিতে আসবে না। এর জন্য চাই সংঘর্ষ ও নির্মাণ। ভারতের সমস্ত খেটে-খাওয়া মানুষকে বাঁচার জন্য যারা লড়াই করছে নর্মদা, নিয়ামগিরি, কলিঙ্গনগর, সুবর্ণরেখা, কলে-কারখানায় তাদের একত্রিত করে এক দুর্বার আন্দোলন গঠিত করতে হবে সারা ভারত জুড়ে। এর সাথে সাথে চালিয়ে যেতে হবে নির্মাণের কাজ বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন : কৃষি, জল, অরণ্যসৃজন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি। ভারতের দিকে দিকে নানা বিষয়ে নির্মাণের কাজ চলবে যার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বর্তমান লেখকের আছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে এই নূতন সমাজ নির্মাণ করা সম্ভব। কারণ, ভারতের প্রায় ৮০ ভাগ মানুষ খুবই সহজ-সরল জীবনযাপন করে। পাল্টাতে হবে ধনী ও মধ্যবিত্তকে যারা ভোগবাদী জীবনে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। এটা কঠিন কাজ। যেভাবে যুগসংকট ঘনিয়ে আসছে তাতে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ হয়ত একদিন এই ভয়ঙ্কর সঙ্কটকে বুঝতে পারবে। নূতন সৃষ্টির পর শিশুকাল থেকে নূতন শিক্ষার মধ্যে দিয়ে এক উন্নত জীবনবোধ শিশুদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। কবি বলেছেন যে, "মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ"। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে সংঘর্ষ ও নির্মাণের মধ্যে দিয়ে নূতন সমাজ সৃষ্টি করা সম্ভব।

The Modernity of Tradition

Lloyd I. Rudolph
Susanne Hoeber Rudolph

Modernity has generally been opposed to tradition in contemporary analyses of social and political change. In this book we analyze variations in the meaning of modernity and tradition and suggest how they infiltrate and transform each other. The roots of the opposition of modernity and tradition go back at least as far as the Englightenment. Condorcet's unilinear vision of progress found nothing of value in the past and saw the hope of mankind in the future. His perspective is still to be found in the assumptions of those concerned to understand the course of modernization in new nations. So, too, is Marx's variant of the Englightenment attitude. The idea of dialectical conflict denigrates the past in its assumption that 'theses' will be consumed in the fires of revolutionary change. Building on such assumptions, theorists of social change in new nations have found a dichotomy between tradition and modernity. Useless and valueless, tradition has been relegated to a historical trash heap Modernity will be realized when tradition has been destroyed and superseded.

The assumption that modernity and tradition are radically contradictory rests on a misdiagnosis of tradition as it is found in traditional societies, a misunderstanding of modernity at it is found in modern societies, and a misapprehension of the relationship between them.[1] There is a striking contrast between the image of modern society developed by scholars whose purview is Europe and America and the image drawn by those whose aim is to compare such modern Western societies with traditional non-Western ones.

Scholars who confine their attention to their own or other modern societies have in our generation increasingly stressed traditional survivals. Studies of American political behavior suggest the persistence of such traditional forces as local history, ethnicity, race, and religious community. American sociologists studying the fate of the melting pot emphasize the importance of ethnic and religious solidarities and structures. The literature on organization reveals that the modern

corporation attempts with considerable success to create diffuse affective bonds among not only its employees but also their wives, families, and neighbors. Corporate concerns and private interest become inextricably entangled. Economic relations among and between employers and employees take on affective dimensions and assume aspects of traditional patron-client relationships. The new urban sociology tells us that the metropolis produces collectivities of urban villagers. In sum, the literature focusing exclusively on so modern a society as America tends to contradict the notion that tradition and modernity are dichotomous. It suggests instead that there may be certain persistent requirements of the human condition that tradition, as it is expressed in the past of particular nations, can and does satisfy.

When we turn, on the other hand, to the image of modern society that emerges from much of the literature comparing it to traditional society, we find that its traditional features have either disappeared from view or are pictured as residual categories that have failed to yield, because of some inefficiency in the historical process, to the imperatives of modernization. In this literature, tradition lives on today only in new nations that stand at or near the beginning of a historical process that modern Western nations have already traversed.

The misunderstanding of modern society that excludes its traditional features is paralleled by a misdiagnosis of traditional society that underestimates its modern potentialities. Those who study new nations comparatively often find only manifest and dominant value, configurations, and structures that fit a model of tradition and miss latent, deviant, or minority ones that may fit a model of modernity. All civilizations and complex cultures, predominantly traditional or modern, encompass a range of sentiments, psychological predispositions norms, and structures that 'belong' with an ideal type other than their own. Analyses that aim to validate heuristic theories may obscure or ignor these deviations, but theories concerned to encompass social change do so at their peril.

Comparative stratification studies, for example, have tended to use a reified conception of the Indian caste system as an approximation of the ideal type of traditional stratification : a system in which regidly ascribed and closed status groups whose whose superordinate and subordinate relationships are legitimized by a comprehensive sacred ideology blocked social mobility and change. Much of that image has always been correct. But we are now beginning to recognize that earlier interpretations based on sacred

texts took too literally their descriptions of social organization and assumed too readily the social validity of their legitimizing values. These texts Brahmanic ideology in fact masked considerable mobility and social change. Conquest and novel economic opportunities often enabled alien or subordinate peoples or castes to establish themselves within the traditional system. These groups were provided with names, symbols, genealogies, and ritual rank appropriate to their newly won power and status. By the time British ethnographers got to work, these events and processes had disappeared from view; castes who might have established themselves in the fifteenth or seventeenth century were presented in terms of Vedic social structure, with the dlear implication that they had been in place since time immemorial. Subsequent interpretations of the caste system based on sacred texts and deductions from an ideal-typical model of a traditional stratificati system led to systematic inattention to the evidence of mobility and social change.

Psychological theories of entrepreneurship provide another example of how potentially modern features of traditional Indian society have been hidden from view. Entrepreneurship in the modern. West has often been linked to a character structure associated with Protestantism or early liberalism, both conspicuous in India by their absence. Yet new historical and anthropological research ; suggests that the ethic and character of traditional merchant castes could be channelled into behavior appropriate to capitalist entrepreneurship within the Framework of continuing familial and community obligations. Even more recently, new studies have revealed how Brahmans, socialized as a literary and priestly class but blocked by contemporary events from occupying such roles or their modern equivalents, have harbored receassive capacities for economic enterprise. And Gandhi's this-worldly ascetism translated a variant of traditional merchant entrepreneurship into political terms.

The cumulative effect of the misdiagnosis of traditional societies and the misunderstanding of modern societies has been to produce an analytic gap between tradition and modernity. We find the literature speaking of an abyss between them; stressing incompatibilities between their norms, structures, and personalitier and describing the hollowness of men and institutions in midpassage. Because they are seen as mutually exclusive, to depart from one is disorienting and traumatic, to enter the other alienating and superficial. Nor does the notion of transitional society escape the

preoccupation with the dichotomy between tradition and modernity for it assumes rather than challenges it. If the two systems are taken to be fundamentally different and incompatible, then social engineers working with new blueprints and new materials are required. Change takes on a system rather than adaptive character.

The opposition of modernity and tradition is also a nature consequence of the comparative method of analysis. Students of American society who examined it in isolation tended to stress the importance of class differences and conflict, whereas those who did so comparatively tended to stress class homogeneity and the absence of indeological conflict. To some extent, the one-sided view of traditional and modern societies that emerges from the comparation view of new and old nations arises out of similar differences of assumptions and perspectives. We recognize how modern we are by examining how traditional they are. One of the great attraction of comparative analysis has been to correct excessively narrow perspectives and the parochial judgments they produce by placing any particular instance in the context of plausible alternatives. But comparative analysis can also mislead if the questions that are built into the terms of comparison are a product of unproved assumptions.

Interest in comparison has not always been combined with knowledge of and sensibility toward particular non-Western nations. The strongest impulse for comparative work has come from chose familiar with Western comparative politics and political sociology. They have, characteristically and understandably, been influenced by categories of analysis and historical possibilities fashioned in their own familiar context. It is in this sense that the comparative approach has found it hard to avoid an imperialism of categories and historical possibilities. Comparison becomes a way of measuring, and the standards of measurs have a way of carrying normative implications. Has a particular new nation approximated the standards of the context out of which the comparison and the comparativist arose? One result has been comparative inquiry aimed at discovering whether tha non-West has or can have such characterological, structural, or philosophic features as an achievement ethic, modern bureaucracy, individualism, or an attitude of mastery toward the physical and human environment. Because Western nations have realized certain objective conditions such as industrialisation, urbanization, and literacy before political democracy, they are often assumed to be requisities of it. Such

assumptions and inquiries have the effect of limiting the models of modernity and the processes and sequences of modernization to the experience of Western nations. The myths and realities of Western experience set limits to the social imagination and modernity becomes what we imagine ourselves to be.

The difficulties that can arise from the use of ideal typical concepts in empirical investigation have often been recites. They can screen out perceptions of the particular and the exception that contradict dominant trends and motifs. Such theoretical screening to especially inimical to the analysis of social change because if eliminates from consideration latent, deviant and minority alternatives. With some alteration in historical circumstances, such alternatives may become the source of new or transformed identities, structures, and norms. Social change and the new realities it creates arise not only from the impact of objective, exogenous, or revolutionary forces on established systems but also from alternative potentialities within such systems. Marxist theory brilliantly stresses this insight when it emphasizes the creative possibilities of historical contradict Ideal-typical or heuristic analyses of modernity and tradition in particular historical and national settings are likely to miss these creative possibilities in so far as they assume that the charaeterological, structural, and ideological components of each absent in the other and thereby place modernity and tradition in a dichotomous rather than a dialectical relationship. Such a divert of modernity and tradition can be and sometimes is compounded by deducing a model of tradition from a model of modernity and proceeding, in the study of modernization in particular traditional societies, on the assumption that the deduced model provides the point of departure for change.

Probably there was no better way to begin the comparative enterprise than with the ideal-typical categories suggested by Western experience. But if we are right in believing that tradition and modernity are internally varied then research and findings that proceed on the assumption of a dichotomous relationship between internally relatively consistent models are serious obstacles to understanding social change and modernization. Systematic social science schemes fed by non-contextual behavioral data selected with a view to filling in the outlines of ideal types may ignore, obscure, or falsify more than they reveal.

The separation of tradition and modernity has not been alleviated by those on speaking terms with the particulars of traditional societies. Area

scholars have rarely exhibited strong predilections for comparative theory. Their strength has lain in concern for the integrity, the autonomous meaning, and the inner logic of their subjects, civilizations, institutions, religions, philosophies, and individuals. They have appreciated the way chronology, by excluding some sequent course of historical events. The strength of historical particularism lies in aesthetic and philosophic empathy, in the sensitivity for process in time and context, and in the discipline, not of a discipline, but of the experience of mastering and understanding a subject from within as well as from without.

An exclusive preoccupation with historical particularism is, of course, inimical to the growth and refinement of theory, particularly theory arising from comparative studies and knowledge. On the other hand, it possesses the resources for exposing and correcting the biases and limitations of theory whose origin lies in other historical contexts. By insisting on the independent significance of alien particulars, making clear that they are not always or merely the source of instances and illustrations, the small Arabic numerals to be ordered (or excluded) beneath the Roman in an imported conceptual scheme, historical particularism can suggest the inappropriateness of dichotomies and ideal types derived from Western historical experience and normative concerns. Properly attended to, they can, of course, provide insights and instances for new and more valid general theory.

The separation of tradition and modernity may arise from still another source, from tbe distortions that influence this view held by historically ascendant classes, races, or nations of those that are or were subject to them. Dominant classes, races nations attribute causal potency to those attributes associated with their subjection of others. The mirror image of others as the opposite of oneself becomes an element in civilizational, national and personal esteem. Africans, including American Negroes, long appeared to Americans as black, lazy, cannibalistic, chaotically sexual, childish and incapable of social organization and overnment. We liked them that way because it strengthened the mirror image. We of ourselves as white, industrious, self-controlled, organized, orderly, and mature, India seen as a mirror image of the West appears otherworldly, fatalistic, unegalitarian, and corporate. It is as though we would be less ourselves, less this worldly, masterful, egalitarian, and individualistic if they were less what they are. Occasionally one comes away from a colleague's work with the

impression that he is reassuring himself and his readers of the uniqueness of the Western achievement, a uniqueness that would be endangered by recognition of the cultural, functional, and structural analogues to be found in non-Western, traditional societies.

If there have been false starts and enthusiasms in the exploration of tradition and modernity and their relation, there have also been promising beginnings. Greater familiarity and appreciation of non-Western traditional societies have already acted as correctives in lay as well as scholarly circles. So, they had the changing power relationship between old and new states. Won-Western scholars who command the attention and respect of their Western colleagues have helped disabuse them of an overly simple and Occident-centered view of the relation between tradition and modernity. The too easy equation of Western and modern has become increasingly apparent in the face of studies that focus on the varieties of modernity, including the Japanese and Russian cases, and the ways in which the alike, have made them as unlike as like each other. Renewed attention to economic, political, and social modernization in Western nations has led to a more differentiated view of the conditions and processes involved and has drawn attention to the parallels and analogues between the past circumstances of modern nations and those of contemporary traditional societies.

Our concern in this book is to accord tradition a higher priority in the study of modernization than has often been the case in previous analyses of it. By placing Indian manifestations of tradition in the foreground of observation we are better able to explore its internal variations and potentialities for change. The examination of internal variations within traditional and modern societies draws attention to those features of each that are present in the other. If tradition and modernity are seen as continuous rather than separated by an abyss, if they are dialectically rather than dichotomously related, and if internal variations are attended to and taken seriously, then those sectors of traditional society that contain or express potentialities for change from dominant norms and structures become critical for uncastes, religions and sexts, statuses and roles that represent deviations from dominant motifs; stresses within dominant ideologies; and recessive themes in cultural patterns and psychological makeup that can be mobilized by some what changed historical circumstances become grist for the mill of social change. The components of ‘new’ men may exist among the ‘old’; it is not always

necessary for new men to be the progenitors or creators of a modern economy or policy. Cultural patterning is rarely homogeneous nor it always command total compliance among social groups and individuals. Those qualities of groups or individuals or structures that produce incoggruence and strain in relation to a society's dominant motifs, or those points at which socialization creates friction or conflict rather than intogration and control, can become at critical historical moments the sources of incremental or fundamental social change.

Gandhi's leadership, which we explore in one of the parts of this book, illustrates some of these observations. It would be difficult to place him with either the new or old society, although his symbolism was traditional. His ideology and tartics stressed non-violence, asceticism, compromise, and consensualism, themes that are as susceptible to a fatalistic and otherworldly interpretation as to an activist and this-worldly one. Whether one or another of these interpretations is valid depends upon the meaning with which they are infused and the purposes to which they are put. In fact, Gandhi harnessed them to the requirement and purpose of a modern mass movement whose goals were national independence, coherance and self-esteem. The potential for activism and mastery of the environment had always been there; changed historical circumstances provided an opportunity for its expression.

The introduction of new ideas and objective forces that followed British conquest and rule mobilized latent, deviant, or minority qualities within traditional Indian society that were like compatible with them. For example, in Part One we examine how horizontal solidarities and interests latent in the caste system have been used in its structural, functional, and cultural transformation. In its transformed state, caste has helped India's peasant society make a success of representative democracy and fostered the growth of equality by making Indians less separate and more alike. Traditional law, another subject of later detailed apalysic, was characterized by simultaneous conflict and integration of parochial customary law and an overarching pattern of sacred law that was cultivated and intepreted by Brahmans. The need for more uniform law that followed the introduction of the British raj strengthened the second at the expense of the first. For some time in a variety of ways, indigenous high-culture law aided in establishing a national legal framework.

Increased attentiveness to the variations and potentiality of traditional

society not only yields insights into the connections between it and 'modernity' but also, when combined with attentiveness to 'traditional' aspects of modern societies, raises questions about the meaning of modernity. The modernization of traditional new nations has begun to suggest that established notions of modernity may have to be amended and revised. Our study of Indian law suggests how and why Indians, still closer to the consensual and face-to-face procedures of traditional law, might choose, even as modern Western law of late has, to incorporate such 'traditional' aspects into their legal system. The persistence of caste cummunites in contemporary Indian politics and ethnic and religious ones in modern American politics which we examine below, suggests that political modernity, contrary to broadly shared assumptions, may involve ascriptive and corporate features Paracommunities, associations combining traditional and modern features, are not merely transitional phenomena but a persistent feature of modernity.

Our argument concerning the modernity of tradition and its correlate, that modernity incorporates traditional aspects, is based on a rather different view of historical processes, sequences, and end products than many comparative analyses of modernization in new nations. The latter are often expressed in terms of requisites or conditions, certain levels of industrialization, urbanization, literacy, mass communications, and so on, which must be realized before modern behavior and structures in the economic-social, and political realms can be independently and effectively established. By relating such factors, through multivariate analysis to aggregate characteristics of systems these theories attempt to establish when and under what conditions such aspects of modernity as political democracy or social mobilization are possible. Although there is no mention of necessity or inevitability in such. theories, they do tend to assume that some processes and sequences are related in predictable ways to certain historical and products, including political democracy. But must we assume, as such theories tend to, that because in modern Western nations particular conditions preceded the emergence of modern societies and democratic politics thay will or must be replicated in our own era to produce the same results? Will the muse of history, having prescribed particular historical sequence for the Atlantic nations, suffer failure of imagination and repeat herself endlessly into future historical time?

Although certain historical

reiterations and coincidence are surely to be expected; there are compelling reasons to believe that different processes, sequences and relationships are probat knowledge of what has happened in history, of what is available from the political, economic, and administrative experience of 'modern' nations, and of what is transferable from the accomplishments of science and technology creates new historical possibilities. Scenarios of modernization have been repeated often enough for their significance and lessons to become part of elite world consciousness, he muse may be susceptible to feedback. To be sure, nations and their leaders do not always learn, nor are they always receptive to such knowledge. But certain possibilities, certain alternatives that were not available to seventeenth and eighteenth century Europeans and Americans, are today not only available but taken for granted in many new nations.

Western observess often view the aspirations and ambitions of new nations in the spirit of the father who finds his son taking for granted the birthright that he has labored long and arduously to produce. He mistrusts the son's assumption that he can take as a starting point what his father has made available without experiencing in considerable measure similar trials and tribulations. There is however, another side to such historical moments. The techniques and methods, the values and structures, the character and behavior for satisfying the aspirations of new generations and new nations are known and available. They can be used or abused. New nations are known and available. They can be used or abused, new nations not find themselves in the situation that Europeans did two hundred years ago. The world knows how to build a steel mill, both in the narrow technical sense and, to some extent, in the wider social sense. It knows the capacities of scientific agriculture even though poor and ignorant Indians, like poor and ignorant Tennesseeans may take some time to use them effectively. Experience with cultural and technical innovation has made it abundantly clear that we cannot expect lessons that history has to teach to be easily or happily learned. At the same time, there is no doubt that the environment of change and innovation in the mid-twentieth century is radically different from that of the eighteenth. Many historical processes and sequences have been telescoped or eliminated.

Some have alao been reversed. What was in one context a culmination may in another be a

cause. Because modernity has been realized in history, it is possible to imagine, anticipate and produce reversals in the order of its achievement as well as modifications in its form and meaning. The initial act of creation may require different social and psychological qualities than adaptability to its fruits. The presence of models, the fact that a certain kind of history has already been experienced and that this experience is susceptible of vicarious meaning for others, means that the history of modernization will not be the same for all nations and for all time.

There is of course nothing natural or inevitable about modernization that connects congenial elements of the old society to the needs of the new. Nothing may happen; tradition and modernity may not connect. There must be apparent incentives on the side of adaptation, innovation, and change before some kind of dialogue between the new and the old arises. Such situations have not been established in all new nations. In what follows we explore the modernity of tradition in India.

REFERENCES :

1. Despite our reservations concerning models of tradition and modernity, we find certain contrasts heurisically useful? 'Modernity' assumes that local ties and parochial perspectives give way to universal commitments and cosmopolitan attitudes; that the truths of utility, calculation, and science precedence over those of the emotions, the sacred, and the non-rational; that the individual rather than the group be the primary unit of society and politics; that the associations in which men live and work be based on choice not birth; that mastery rather than fatalism orient their attitude toward the material and human environment; that identity be chosen and achieved, not ascribed and affirmed; that work be separated from family, residence, and community in bureaucratic organizations; that manhood be delayed while youth prepares for its tasks and responsibilities; that age, even when it is prolonged, surrender much of its authority to youth and men some of theirs to women; that mankind cease to live as races apart by recognizing in society and politics its common humanity; that government cease to be a manifestation of powers beyond man and out of the reach of ordinary men by basing itself on participation, consent, and public accountability.

Subhas Chandra Bose: His Vision of New India

Tapan Kumar Chattopadhyay

Subhas Chandra Bose, affectionately and reverentially called 'Netaji' by his countrymen, was a fire-brand patriot and a radical nationalist whose only aim was to free India from foreign rule and to establish thereafter a socialistic, secular and democratic republic. His vision of a free India was based on his attitude towards: (a) the then contemporary political ideologies and (b) reconstruction of Indian society, polity and economy.

In early 1930s Subhas Bose was attracted towards fascism. He came in close contact with both Hitler, the Nazi chief, and Mussolini, the Italian fascist leader. However, he was more in rapport with Mussolini who, unlike Hitler, was not so explicitly racist. Bose's close association with Mussolini attracted him towards fascism. He appreciated the fascist ideology which was based on the principle of mass organization, combined with strict party discipline. This was his attitude towards fascism when he wrote *The Indian Struggle* in 1934.

In this book Bose had compared fascism with communism and pointed out some similarities between them. He wrote : ''… there are certain traits common to both. Both Communism and Fascism believe in the supremacy of the State over the individual. Both denounce parliamentarian democracy. Both believe in party rule. Both believe in the dictatorship of the party and in ruthless suppression of all dissenting minorities. Both believe in a planned industrial reorganization of the country. These common traits will form the basis of the new synthesis. That synthesis is called…. 'Samyavada'–an Indian word, which means literally 'the doctrine of synthesis or equality'. It will be India's task to work

out this synthesis," (Bose 1964 : 314).

However, while appreciating these common traits of fascism and communism, Bose criticized communism because he felt that "Communism today [i.e. in 1934] has no sympathy with Nationalism in any form and the Indian movement is a Nationalist movement– a movement for the national liberation of the Indian people." (ibid). Subsequently, however, he changed his views regarding both fascism and communism. In January 1938, in an interview with R. Palme Dutt, one of the founders of the Communist Party of Great Britain, Bose said that what he wrote in *The Indian Struggle* (in 1934) was based on the ground realities of that time. "What I really meant", he said, "was that we in India wanted our national freedom, and having won it, we wanted to move in the direction of Socialism. This is what I meant when I referred to 'a synthesis between Communism and Fascism'. Perhaps the expression I used was not a happy one. But I should like to point out that when I was writing the book, Fascism had not started on its imperial expedition, and it appeared to me merely an aggressive form of nationalism.

I should point out also that Communism as it appeared to be demonstrated by many of those who were supposed to stand for it in India seemed to me anti-national… It is clear, however, that the position today has fundamentally altered…

I should add that… Communism, as it has been expressed in the writings of Marx and Lenin… gives full support to the struggle for national independence…

My personal view today is that the Indian National Congress should be organized on the broadest anti-imperialist front, and should have the two-fold objective of winning political freedom and the establishment of a socialist regime." (Bose 1964: 394)

In a speech at All-India Naujawan Bharat Sabha in Karachi on April 5, 1931, Subhas Bose said: "…I want a Socialist republic in India. The exact form the Socialist State will take— it is not possible to detail at this stage. We now only outline the main principles and features of the Socialist State." (Bose, Sisir [ed] 1997 : 112-13). He said : "…the principles that should form the basis of our collective life are—justice, equality, freedom, discipline and love… all our affairs and relations should be guided by a sense of justice. In order to be just and impartial, we shall have to treat all men as equal. In order to make men equal we shall have to make them free. Bondage within the socio-economic or political system robs men of their freedom and gives rise to inequalities of various kinds. Therefore, in order to ensure equality we must… become fully

and wholly free. But freedom does not mean indiscipline or license. Freedom does not imply the absence of law… Discipline imposed on us by ourselves is necessary… as a basis of life. Lastly, all these fundamental principles, viz. Justice, Equality, Freedom and Discipline—presuppose or imply another higher principle, viz. Love Unless we are inspired by a feeling of love for humanity we can neither be just towards all, nor treat men as Equal, nor feel called upon to suffer and sacrifice in the cause of freedom nor enforce discipline of the right sort. These five principles… constitute the essence of Socialism as I understand it, and the Socialism that I would like to see established in India." (ibid: 111-12)

Bose argued further that the establishment of a socialist republic meant basically four things : firstly, complete political freedom, i.e. the independent Indian State should be totally free from the control of British imperialism; secondly, there should be "complete economic emancipation" i.e. every individual "must have the right to work and the right to a living wage" and to ensure this "there should be a fair, just and equitable distribution of wealth" ; thirdly, there has to be complete social equality, i.e. there shall be no caste nor any depressed class and all men should have the same status and same rights; and, finally, "there shall be no inequality between the sexes".

In an address to the students of Tokyo University in November 1944 Bose reiterated his ideas on socialism. He said: "Well, at present, public opinion in India is that we cannot leave it to private initiative to solve these national problems, especially the economic problem… Therefore, public opinion in India is in favour of some sort of socialist system, in which the initiative will not be left to private individuals, but the state will take over the responsibility for solving economic questions. Whether it is a question of industrializing the country or modernizing agriculture, we want the state to step in and take over the responsibility and put through reforms within a short period…" (Quoted in Chatterjee 1999:10) Although Bose was a socialist, he opined that socialism in India should be established on the basis of Indian history and culture so as to satisfy the needs and conditions of India. Bose had a deep-rooted faith in Indian spiritualism. Hence, in spite of praising the Soviet model of planning, he could not accept Marxism proper because it (Marxism) emphasized too much on the material factor in human life. In The Indian Struggle he argued that this was one of the reasons why communism could not be adopted in India. Moreover, unlike the Marxists, Bose never thought in terms of a violent revolution / dictatorship of the proletariat or withering away of the state. However, although Bose had certain reservations regarding the

theory and practice of communism, he accepted the Marxian description of socialism and the Soviet model of planned economy.

Bose argued that India needed a progressive system which would be a synthesis of nationalism and socialism. This is not to be construed as National Socialism of the Nazis of Germany. To Bose, this "progressive system… will fulfill the social needs of the whole people and will be based on national sentiment." (ibid: 13). Bose asserted that economic emancipation is an intrinsic part of political emancipation. He believed that economic liberation would be possible only by building up a socialist economy. In his Presidential Address at the 51st session of the Indian National Congress held at Haripura in February 1938, Subhas Bose said: "Though it may be somewhat premature to give a detailed plan of reconstruction, we might as well consider some of the principles according to which our future social reconstruction should take place. I have no doubt in my mind that our chief national problems relating to the eradication of poverty, illiteracy and disease and to scientific production and distribution can be effectively tackled only along socialistic lines." (Bose 1997 : 205)

As President of the Congress, Bose appointed a National Planning Committee with Jawaharlal Nehru as its chairman. While inaugurating the Planning Committee on December 17, 1938, Bose outlined the basic points of his economic thinking. Being aware of the criticisms from the Gandhian camp for his views on planning and industrialization, Bose tried to make it clear that there was no basic conflict between cottage industries and large-scale industries. In this context, he pointed out that industries could be categorized into cottage industry, medium-scale industry and large-scale industry. While elaborating his views on the relation between cottage industries and large-scale industries, he stressed the importance of 'mother industries' such as power industry, machinery manufacturing industries, heavy chemicals and communication industries for providing the means of production to be used by artisans in cottage industries so as to facilitate quicker and cheaper production. He wanted the Planning Committee to make a survey of the state of these basic industries.

In his Haripura address Subhas Bose asserted that the first task of the national government in free India would be to set up a National Planning Commission for drawing up a comprehensive plan of social and economic reconstruction. He said, "The planning commission will have to carefully consider and decide which of the home industries could be revived despite the competition of modern factories and in which sphere large-scale production should be encouraged. However, much we may dislike modern industrialism and

condemn the evils which follow in its train we cannot go back to the pre-industrial era… we should reconcile ourselves to industrialization and devise means to minimize its evils and at the same time explore the possibilities of reviving cottage industries where there is a possibility of their surviving the inevitable competition of factories. In a country like India, there will be plenty of room for cottage industries, especially in the case of industries including hand-spinning and hand-weaving allied to agriculture." (Bose1997:207-8)

In the same address Bose gave due emphasis on the agrarian problem also. He called for a "radical reform of our land system, including the abolition of landlordism." He said: "Agricultural indebtedness will have to be liquidated and provision made for cheap credit for the rural population. An extension of the co-operative movement will be necessary for the benefit of both producers and consumers." (ibid: 208) Moreover, he argued, "the state on the advice of a planning commission will have to adopt a comprehensive scheme for gradually socializing our entire agricultural and industrial system in the spheres of production and appropriation. Extra capital will have to be procured for this, whether through internal or external loans or through inflation." (ibid)

Elsewhere in an article, 'Free India and its Problems', published originally in a German periodical in August 1942 and reprinted in Azad Hind, Subhas Bose wrote that in free India the most important social problem that the new regime would have to solve was poverty and unemployment. He wrote: "India's poverty under British rule has been due principally to two causes—systematic destruction of Indian industries by the British Government and lack of scientific agriculture. In pre-British days, India produced all her requirements in food and industry and she exported her surplus industrial products to Europe, e.g. textile goods. The advent of the industrial revolution and political domination by Britain destroyed the old industrial structure of India and she was not allowed to build up a new one. Britain purposely kept India in the position of a supplier of raw materials for British industries. The result was that millions of Indians, who formerly lived on industry, were thrown out of employment. Foreign rule has impoverished the peasantry and has prevented the introduction of modern scientific agriculture. The result of this has been that the once rich soil of India has a very poor yield and can no longer feed the present population. About 70 per cent of the peasantry has no work for about six months in the year. India will therefore need industrialization and scientific agriculture through state aid, if she has to solve the problem of poverty and

unemployment… The Free Indian State will have to look after the welfare of the labourer, providing him with a living wage, sickness insurance,, compensation for accident, etc.. Similarly, the peasant will have to be given relief from excessive taxation and also from his appalling indebtedness." (Bose 1997: 291-92) However, India's plans for social reconstruction, Bose argued, "are likely to fall through" if "the population goes up by leaps and bounds… It will therefore be desirable to restrict our population…I would urge that public attention be drawn to this question." (ibid: 207)

To Bose another important social problem to be solved by the new regime in India was the problem of public health. He argued that given state support and sufficient financial help this problem could be easily solved… He believed that India's ancient systems of medicine, for example Ayurveda and Unani could also be helpful in this connection.

Now, the question that arises is how would Free India get the money required for all these big schemes? In answering this question Bose gave his own views regarding the management of public finance. He favoured the abolition of the gold standard and introduction of a barter system. He wrote: "Britain has robbed India of her gold and silver, and what little still remains, will certainly be removed before the British leave the country. India's national economy will, naturally, have to discard the Gold Standard and accept the doctrine that national wealth depends on Labour and production and not on gold. Foreign trade will have to be brought under state control and organized on the principle of barter (exchange of goods) as Germany has done since 1933." (ibid)

Interestingly, while Subhas Bose was in favour of the Soviet model of planning at the macro level for tackling the basic problems of poverty, unemployment and illiteracy, he was, at the same time, a strong advocate of 'municipal socialism', that is, using the municipal government for managing the basic civic services like water supply, roads, primary education, public health and other such services. (Mukhopadhyay 1999: 19)

Thus far it is clear that Bose wanted a socialist economy with state intervention in production and appropriation. He argued that to implement the economic programme outlined by him, a competent government was required. He wanted independent India to become a democratic republic but he was against Western democracy which was based on capitalism. Bose wanted democratization of the whole society. He said: "Privileges based on birth, caste or creed should go and equal opportunities should be thrown open to all irrespective of caste, creed or religion." (Quoted in Chatterjee 1999:9)

However, Bose felt that India could

not become a proper democratic republic immediately after independence. He argued that a strong government was required to carry out ruthlessly radical reforms in India's body polity and economy. When asked in Kabul, on his way to Germany, as to how India could be kept united in the face of religious, caste and communal dissensions, Bose assertively said that twenty years of ruthless dictatorship was required to solve the various problems in India. On another occasion he said that there should be benevolent dictatorship in India for about fifteen years till the educational standard of the masses had reached the necessary minimum level required for democracy. (Pattanaik 1991:49) However, though Bose called for 'benevolent dictatorship' and 'dictatorship for the time being', he was against the suppression of civil liberty. As D. D. Pattanaik rightly points out Bose believed in the sacrosance of the judiciary and rule of law, which are generally denied in an authoritarian rule. (ibid: 51) To Bose, then, 'benevolent dictatorship' was a transitional phase, necessary for preparing India for democracy.

Bose wanted not only an efficient government but also a competent political party. In The Indian Struggle he wrote: '…we want a party of determined men and women… It will be the task of this party to create a new, independent and sovereign state in India. It will be the task of this party to execute the entire programme of post-war socio-economic reconstruction…

Let this party be called the Samyavadi Sangha. It will be a centralized and well-

disciplined All-India Party—working amongst every section of the community. This party will have its representatives working in the Indian National Congress, in the All-India Trade Union Congress, in the Peasants' organization, in the women's organizations, in the student's organizations, in the depressed classes' organizations … The different branches of the party working in different spheres… must be under the control and guidance of the central committee of the party.

This party will work in co-operation with any other party that may be working towards the same end…The Samyavadi Sangha will stand for all-round freedom for the Indian people, that is, for social, economic and political freedom. It will wage a relentless war against bondage of every kind till the people can become really free." (Bose 1964:378)

Bose's emphasis upon the Samyavadi Sangha notwithstanding, he was in favour of a multi-party system. In his Haripura address he said: "The state will probably become a totalitarian one if there be only one party as in countries like Russia, Germany and Italy. But there is no reason why other parties should be banned. Moreover, the party itself will have a democratic basis, unlike, for instance, the Nazi party which is based on the 'leader principle'. The existence of more than one party and the democratic basis of the Congress Party will prevent the future Indian state becoming a totalitarian one. Further, the democratic basis of the party will ensure that leaders are not thrust upon the people from above, but are elected from below." (Bose 1997 : 205) This observation of Bose makes it clear that for him 'benevolent dictatorship' would be a temporary, transitional phase, after which there will emerge in India some form of representative democracy.

Elsewhere, in his article on 'Free India and its Problems', Bose wrote : 'One thing, however, is clear. There will be a strong, Central Government. Without such a Government order and public security cannot be safeguarded. Behind this Government will stand a well-organized, disciplined all-India party which will be the chief instrument for maintaining national unity." (ibid: 290) Regarding unity of India, Bose said, in his Haripura address: "From the standpoint of Indian unity the first thing to remember is that the division between British India and the Indian states is an entirely artificial one. India is one and the hopes and aspirations of the people of British India and of the Indian states are identical." (ibid: 201) Elsewhere, he said: "The Indian Princes and their states are an anachronism which must soon be abolished. They would have disappeared long ago, if the British had not preserved them in order to hamper the unification of the country… The Princes will naturally disappear along with the British rule, since most of them are very

unpopular with their own people."(ibid: 293) In the Haripura address he said: "Our goal is that of an Independent India and in my view that goal can be attained only through a federal republic in which the provinces and the states will be willing partners." (ibid : 201)

To Bose, Indian unity also depended on communal harmony and secularism. "…only by emphasizing our common interests, economic and political", he opined, "can we cut across communal divisions and dissensions. A policy of live and let live in matters religious and an understanding in matters economic and political should be our objective." (ibid:203)

To Bose religious faith was a personal affair. Although Durga Puja and Id festivals were celebrated in Azad Hind Fauz, he was strictly secular in relation to politics. He criticized both the Hindu Mahasabha and the Muslim League for their communal attitude. He was against communal reservations of any kind. Hence he criticized the Communal Award and the concept of separate electorates. He argued that the Communal Award would only create divisions among the people and would isolate the minorities from the national mainstream. (Pattanaik 1991:74)

Thus, from the foregoing analysis it is clear that Subhas Bose dreamt of a new India with a socialistic, democratic and secular government.

References :

1. Bose, Subhas Chandra, Speech at Naujawan Bharat Sabha (April 1931) in Bose, Sisir K. and Bose Sugata (eds), (1997), *The Essential Writings of Netaji Subhas Chandra Bose.* Calcutta : OUP
2. Bose, Subhas Chandra, Presidential Address at Haripura Congress (February 1938) in Bose, Sisir K and Bose Sugata, op. cit.
3. Bose, Subhas Chandra,, 'Free India and its Problems', first published in a German periodical in August 1942 and reprinted in op.cit.
4. Bose, Subhas Chandra (1964), *The Indian Struggle 1920–1942*. Bombay : Asia Publishing House
5. Chatterjee, Subhas Chandra (1999), "Subhas Chandra Bose – His Vision of a New India' in Sengupta, Pabitra and Sen, Rajkumar (eds),*Vision of New India : Economic Ideas of Netaji Subhas Chandra Bose*. Calcutta: Bibhasa
6. Mukhopadhyay, Asok (1999), 'Economic Thinking of Netaji Subhas Chandra Bose' in Sengupta etc, op. cit.
7. Pattanaik, D. D. (1991), *Political Philosophy of Subhas Chandra Bose.* New Delhi : Associated Publishing House.

DIRECTOR-SECRETARY'S REPORT

on

the Programme and Activities at Gandhi Smarak Sangrahalaya, Barrackpore

from September, 2017 to December, 2017

1. **Cultural Programme on patriotism and communal harmony, Theme : Swadesh Amar Swapna—organized by Department of Information and Cultural Affairs, Government of West Bengal in association with Gandhi Smarak Sangrahalaya, Barrackpore (05/09/2017) :**

A Cultural Programme on Patriotism and Communal Harmony (Theme: *"Swadesh Amar Swapna"*), organized by the Department of Information and Cultural Affairs, Government of West Bengal, in association with Gandhi Smarak Sangrahalaya, Barrackpore, on September 05, 2017 at the premises of the Sangrahalaya. Patriotic songs were rendered by various artists from the Department of Information and Cultural Affairs. A tribal dance was presented by Santhal Folk Artists and finally a short drama titled 'Hey Ram' based on the aspect of communal harmony was performed by youth artists. The Special Guests of the programme included Swami Nityarupananda Maharaj, Secretary, Ramakrishna Vivekananda Mission, Barrackpore and the Director-Secretary of the Sangrahalaya. The audience included the students from local schools and various social institutions of the area. The entire programme was conducted by Sri Pallab Pal, Barrackpore Sub Divisional

Information and Cultural Officer, Government of West Bengal. The programme successfully gained positive response from the audience.

2. Day-long Camp on Stop Child Marriage and Domestic Violence (12/09/2017 and (13/09/2017) :

The Sangrahalaya organized a Day-long Camp on '*Stop Child Marriage & Domestic Violence*', in collaboration with Gandhi Vichar Parisad (GVP), Bankura on September 12, 2017 at the premises of GVP, Bankura. The young students of various schools and colleges of the district of Bankura were the main participants of the Camp. The Camp was successful in the presence of various Officers of District Social Welfare Department, Child Line Society, Secretary of District Legal Services Authority, Coordinator of Kasturba Trust Family Counseling Centre. The Director-Secretary of Gandhi Smarak Sangrahalaya delivered a presentation on the topic of the camp and a short animated video on child marriage and domestic violence was also presented by the Sangrahalaya. The Secretary of Gandhi Vichar Parisad conducted the whole camp.

This camp was also organized jointly by Gandhi Smarak Sangrahalaya, Barrackpore and Gandhi Vichar Parisad, Bankura on September 13, 2017 at Nandigram Ashram, Village Community Centre, Bankura.

3. Celebration of 148th Birthday of Mahatma Gandhi : Presentation of the 20th Mahatma Gandhi Memorial Award and Deliverance of the 19th Mahatma Gandhi Memorial Oration (02/10/2017) :

Mahatma Gandhi's Birthday was celebrated by the Sangrahalaya on October 2, 2017 at its premises. The 20th Mahatma Gandhi Memorial Award was presented and the 19th Mahatma Gandhi Memorial Oration was delivered on the occasion. The Mahatma Gandhi Memorial Award is instituted to honour those engaged in

Gandhian and noble society-enriching activities, etc. In the financial year 2017-18 the award was presented to Janab Syed Abul Maksud, founder and President, Gandhi Smarak Sadan, Dhaka and also a renowned Gandhian scholar. The Award consists of a silver salver, Scroll of Honour and Rupees ten thousand (10,000/-) and traditional materials. The award was handed over by Shri Narayan Basu,

Chairman of the Managing Committee of the Sangrahalaya, to Janab Syed Abul Maksud. Sri Debajyoti Dutta, member of the Managing Committee of the Sangrahalaya read out the Scroll of Honour. Sri Samar Bagchi, former Director of Birla Industrial and Technological Museum and presently

involved in generating awareness on issues related to environment and Mahatma Gandhi's views on it, delivered the 19th Mahatma Gandhi Memorial Oration. He was felicitated with a Silver Salver and traditional materials. The function was attended by the members of the Managing Committee of the Sangrahalaya, eminent personalities as well as the local people, all of whom took turns to garland the photograph of Mahatma Gandhi and spinning the Charkha (Spinning Wheel) installed at the entrance of the auditorium of the Sangrahalaya where the function was organized. The opening and closing songs along with Vedic chants were rendered by Smt.

Arpita Mukherjee and Sri Sourav Das. The entire function was presided over by Sri Narayan Basu, Chairman of the Managing Committee of the Sangrahalaya while the welcome address was delivered by Sri Pratik Ghosh, Director-Secretary of the Sangrahalaya. The programme received positive response from the audience.

4. Three Days' Workshop on Craft Awareness Programme on Jute Products (12/09/2017–14/09/2017) :

A three day workshop on Craft Awareness Programme on Jute products, organized by Gurusaday Museum, Joka and supported by Gandhi Smarak Sangrahalaya, Barrackpore, was held at the premises of the Sangrahalaya from October 12

to 14, 2017. The workshop was sponsored by the Development Commissioner (Handicrafts), Ministry of Textiles, Government of India, New Delhi. The workshop involved generation of awareness on various government schemes and scope

of work as well as hands-on training in jute products such as household articles like bags, mats, showpieces, etc, by master trainers from the Department of Medium and Small Scale Industries. Near about hundred (100) people from different parts of North 24 Parganas

participated enthusiastically for the programme.

The inauguration took place on October 12, 2017 at 10.30 am. A number of distinguished Guests were present at the inaugural function. They included the Sub Divisional Officer of Barrackpore Subdivision, Sri Pijushkanti Goswami who acted as the Chief Guest, Swami

Suprabhananda Maharaj from Ramakrishna Mission and Vivekananda Mission, Barrackpore who acted as the Special Guest, Sri Pratik Ghosh, Director-Secretary of the Sangrahalaya, Dr. Bijan Mondal, the Executive Secretary of Gurusaday Museum and Sri S.S. Ghosh from the Department of Textiles, Government of India. Dr. Bijan Kumar Mondal elaborated on the aims and objectives of the programme and its benefits. Later a power point presentation on Gurusaday Museum was presented by him.

After the inauguration was over the participants were divided into 10 groups of 10 members each and interacted with the master trainers, Smt. Kana Mondal and her team who taught them to make articles of jute by forming tussles with jute fiber. Sri J. P. Shaw, Regional Director (East), Ministry of Tourism, Government of India and other Officials came to interact with the participants as a part of the programme on 'Parjatan Parv'.

The second day mainly involved hands on training on jute products. On final day

Sri S. K. Gupta the Assistant Director, Department of Textiles, Government of India as well as the Vice Chairman of the Managing Committee of Gurusaday Museum were present at the concluding session. Sri Gupta elaborated on different government schemes for artisans. An Audio Visual Spot Quiz Contest on folk art was arranged for the participants and the winners were awarded prizes. The certificates were awarded to all the participants. At the end of the programme there was display of the finished products by the different groups of the participants. The programme ended with vote of thanks by Dr. Bijan Kumar Mondal. The programme received overwhelming response from the participants who showed a lot of enthusiasm and positive response.

5. Three Days' Workshop on Sustainable Development (01/11/2017–03/11/2017) :

A three days' Workshop on 'Sustainable Development according to Gandhiji's Concept was organized by Gandhi Vicar Parisad in collaboration with Gandhi Smarak Sangrahalaya, Barrackpore from November 1, 2017 to November 3, 2017 at the premises of Gandhi Vicar Parisad, Bankura. Almost 40 students from three

institutes of Bankura namely Bankura University, Bankura Christan College and Anusilan Samity were participated in this workshop. The resource persons presented at the inaugural session of the workshop were Mrs. Shampa Daripa, MLA, Bankura, Mr.

Mahaprasad Sengupta, Chairman, Bankura Municipality, Mr. Rana Dasgupta, DICO, Mr. Santosh Bhattacharjee, President, Press Club, Bankura, Mrs. Tanuka Roy Chowdhury, HOD (MSW), Bankura University, Mr. Jaydeb Jana, Retired IAS, Mrs. Indrani

Samanta, Chairman, Gandhi Vichar Parisad, Mr. Kalyan Roy, Secretary, Gandhi Vichar Parisad and Mr. Pratik Ghosh, Director-Secretary of Gandhi Smarak Sangrahalaya, Barrackpore.

At the 1st session of the workshop Mr. Jaydeb Jana presented his interactive lecture with the participants on 'Mahatma & Management' through which he explained

that what should be the actual qualities to build up yourselves as Leaders of the society. Mr. Gouranga Rajak and Mr. Swapan Chakraborty explained thoroughly about the topic of 'Alternative Agriculture' to the participants in the next session. The 1st day was ended with evening prayer.

The 2nd day was started with the interactive presentation on 'National Harmony & Integrity' by the Director-Secretary of the Sangrahalaya. Before starting the presentation he divided the participants into 4 groups. Through this interactive presentation he tried to understand the participants about the principles for developing the peace. After completing the presentation he arranged some practical activities related to his deliberation to the participants. Then the participants were taken to visit the Tentulmari Organic Agricultural Field where Mr. Supriya Banerjee demonstrated them about the practices of organic farming.

On the 3rd Day a Group Discussion was arranged among the participants to discuss about the feedback of 2nd day's field visit. In the next session Mr. Arunabha Banerjee, Assistant Professor, Bankura Christan College, discussed with the participants about the 'Youth Leadership Agent of Development'. In the afternoon session a theoretical cum practical class on 'Meditation' was arranged. The Workshop was ended by the visiting of Gandhi Museum and Freedom Fighters Gallery of Gandhi Vichar Parisad and was followed by the Valedictory Session. All the participants of the workshop were provided the participatory certificates.

6. Commencement of Training in Production of Jute Products (from 18/11/2017) :

The Sangrahalaya has started a new training in production of Jute Products from November, 18, 2017. A batch of ten (10) of ladies had enrolled for the training. The training involves manufacture of different kinds of jute products like key rings, hand bags, toys, etc. by the participants of the training. The participants will have to sit for an examination consisting of theory as well as practical and they will be awarded certificates on completion of the training at the end of March, 2018.

7. Mobile Exhibition :

i) The Sangrahalaya visited Nabadwip Siksha Mandir High School, in Nadia district on September 01, 2017 for the Mobile Exhibition and Daylong Programme.

ii) The Sangrahalaya was invited by the Tehatta Government College, Tehatta, district Nadia on September 15, 2017 for the Mobile Exhibition and Daylong Programme.

iii) Gandhi Smarak Sangrahalaya, Barrackpore reached at Chandipur High School, Gosaba, Sundarban in the district of South 24-Parganas for organising the Mobile Exhibition and Day-long Programme there on November 10, 2017.

8. Group Visits :

i) About 180 students of Talpukur Girls' High School, Barrackpore visited the Sangrahalaya for an educational excursion on September 18, 2017. They were provided with a guided tour of the Sangrahalaya and shown the Documentary Film. On seeing the display of the Sangrahalaya one of the teachers commented, "Very Good".

ii) A group of 18 students along with their teachers from Army Public School, Sukna in Jalpaiguri district visited the Sangrahalaya on October 13, 2017. After visiting the Sangrahalaya one of their teacher commented, "Good".

iii) A group of one hundred seventy five (175) students of St. Stephen's School, Habra, North 24-Parganas district, came to visit the Sangrahalaya on November 5, 2017. They were provided with a guided tour of the galleries and shown the documentary film on the role of Barrackpore in Indian Freedom Movement. After visiting the Sangrahalaya they remarked "Encouraging".

iv) Students of Future Hope came to visit the Sangrahalaya on December 12, 2017. They arrange a curated walk with

presentations by their school children and other guests on December 12, 2017. Gandhi Smarak Sangrahalaya, Barrackpore was the final point of the very special ceremonial walk. After reaching the Sangrahalaya the students played a short drama on the role of Barrackpore in the Indian Freedom Movement. Later they visited all the galleries of the Sangrahalaya and a Documentary Film on the Life of Mahatma Gandhi was also shown to them. The Project Director, Alli Printy, came from London commented "Brilliant to see the innovative and beautiful painting, Thank you.

v) A group of nearly seventy (70) students from Seth Soorajmull Galan Girls' College, Kolkata visited the Sangrahalaya on December 15, 2017. One of the teachers of the College remarked "Satisfactory" after seeing all the exhibits of the Sangrahalaya.